বল্লালচরিতম

শ্রীযুক্তগোপালভট্টবিরচিতম্

শ্রীযুক্তানন্দভট্টবিরচিত-

পরিশিষ্টসহিতম্

শ্রীশশিভূষণ-ভট্টাচার্য্যেণ

অনূদিতম্

প্রসিডেন্সিকলেজ-সহকারি সংস্কৃতাধ্যাপকেন

শ্রীহরিশ্চন্দ্র-কবিরত্নেন

সংশোধিতম্

কলিকাতারাজধান্যাম্

গিরিশ বিদ্যারত্ন-বর্ত্মস্থ-চতুর্ব্বিংশ-সংখ্যাক সদ্মনি

গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ-ভট্টাচার্য্যেণ

মুদ্রিতম্

শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন

[illegible]।

[illegible] ১৮৮৬।

ভূমিকা।

বল্লালচরিত প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্ট ১৩০০ শকাব্দে রাজা বল্লাল সেনের* আদেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি উক্ত রাজার শিক্ষক ছিলেন। তিনি "বল্লাল রাজার জীবনচরিত লেখা যাইতেছে" বলিয়া প্রস্তাবন্ত

* ইনি কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নকর্ত্তা আদিশূরের অধস্তন নবম পুরুষ। কেহ কেহ ইঁহার নাম 'বল্লাল' রূপেও উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাহার কারণ, কোন কোন মতে ইনি ব্রহ্মপাত্রনাগনামক এক তপস্বীর বরে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইঁহার বিশেষ পরিচয় লিখিত হইয়াছে। উক্ত পরিশিষ্ট প্রণেতা আনন্দ ভট্ট ইঁহাকে জারজ বলিয়া স্থির করিলেও দানসাগর গ্রন্থের মতে ইনি বিজয় সেনের পুত্র, এবং কুলপঞ্জিকার মতে বিশ্বক্ সেনের ঔরসজ পুত্র। বিজয় সেনের নামান্তর বিশ্বক সেন স্বীকার করিলেই উভয় মতের সামঞ্জস্য হয়। কোন কোন মতে ইনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র। তদ্বিষয়ে কিংবদন্তী এই— বিজয় সেন তৎপত্নী সুলোচনাকে পরিত্যাগ করাতে তিনি নিজ পিত্রালয়ে বাস করেন। পরে কোন সময় যোগোপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিতে গিয়া তথায় মনুষ্যবেশধারী ঐ নদের সহযোগে গর্ভবতী হন। তাহাতেই বল্লালের জন্ম হয়। মতান্তরে ব্রহ্মপাত্র নাগের বাসস্থান উক্ত নদের নিকটবর্ত্তী ছিল বলিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের নাম হইয়াছে। যাহাহউক, আইন আকবরীর মতে বল্লাল সেন ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯৮৮ শকাব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। আবার দানসাগর গ্রন্থ রচনার সময় ১০৯১ শকাব্দ লিখিত আছে, এবং প্রবাদানুসারে উক্ত গ্রন্থ বল্লালের স্বরচিত। কিন্তু বল্লালচরিতে এই মত স্বীকৃত হয় নাই, ইহার মতে ঐ গ্রন্থ বল্লালের সময়ের পূর্ব্বে রচিত। অথচ এই বল্লালচরিত বল্লাল সেনের সমসাময়িক এবং ইহা রচনার সময় ১৩০০ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে। এই সকল বিসংবাদী মতের সামঞ্জস্য করা অতি কঠিন। যদি ১৩০০কে শকাব্দ না করিয়া সংবৎ ধরা যায়, তাহা হইলেও উহাতে ১১৬৬ [illegible] পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সহিত অনৈক্য হয়। তবে কেহ কেহ বল্লাল নামে এক [illegible] আইন আকবরীর বল্লাল সেই কায়স্থ বল্লাল হইতে পারেন। [illegible] বল্লাল, ব্রাহ্মণ ও "কায়স্থদিগকে" কুলমর্য্যাদা [illegible] বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি [illegible]

করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থেও তাঁহার জীবনচরিত বিশেষরূপে লিখিত হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থের এই অসম্পূর্ণতা পরিহারার্থ, তদীয় বংশজাত আনন্দ ভট্ট নামক এক ব্যক্তি ১৫০০ শকাব্দে নবদ্বীপের তদানীন্তন রাজা কাশীনাথের আদেশে* উহার পরিশিষ্ট রচনা করেন। উক্ত আনন্দ ভট্ট এই গ্রন্থ সংশোধিতও করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার পূর্ব্বখণ্ডের শেষে লিখিত আছে। তিনি পরিশিষ্টে বল্লাল সেনের অতি ঘৃণ্য নিগূঢ় চরিত্র † বর্ণন করিয়াছেন, এবং তাহাতেই এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বর্ত্তমান অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এক দিন এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মচন্দ্র নাথ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার নাথ মহাশয় এই গ্রন্থের একখানি হস্তলিখিত পুথি মদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়কে উহার বঙ্গানুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য অর্পণ করেন। কিন্তু তখন তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদের ভার আমার উপর অর্পণ করেন। তদনুসারে আমি এই গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, পুথিখানি লিপিকরপ্রমাদবশতঃ নিতান্ত অশুদ্ধ, প্রায় প্রতি শ্লোকেই বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণ ভুল ভূরি ভূরি পরিলক্ষিত হয়। চন্দ্রকুমার বাবু উক্ত পুথিখানি আমাদিগকে দিবার পূর্ব্বে, উহা নিতান্ত অশুদ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে কালী উঠিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত অস্পষ্ট দেখিয়া, উহা স্পষ্ট ও পরিশুদ্ধরূপে লিখিবার জন্য কোন পণ্ডিতকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি উহার পূর্ব্বখণ্ডটীমাত্র প্রতিলিপি করিয়াছিলেন। আমি উক্ত

---

* এই রাজার নাম ক্ষিতীশ বংশাবলি-চরিত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

† তাঁহার ডোমকন্যার প্রতি আসক্তির বিষয় ঢাকুর নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—এক দিন তিনি মৃগয়া [illegible] দ্বারা অভিভূত হইয়া ঐ বনের সমীপবর্ত্তী [illegible]। [illegible] প্রাতঃকালে সে স্থান হইতে প্রস্থানকালে ঐ ডোমের [illegible] কন্যা দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া [illegible]। [illegible] তিনি তাহাকে বিবাহ করেন নাই। [illegible] রাখেন।

প্রতিলিপিটী পাইয়াছিলাম। কিন্তু উহাও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ও পুথির সমস্ত ভুল সংশোধন করিতে পারেন নাই। তাহাতে অনুবাদ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমার মনে উদয় হইল, যে অগ্রে সমস্ত পুথিখানি পরিশুদ্ধরূপে প্রতিলিপি করিয়া পরে ঐ শোধিত আদর্শ দৃষ্টেই অনুবাদ করিব। পুথিখানি পাছে নষ্ট হয়, এজন্য উহা হইতে একেবারে ছাপানও যুক্তিসঙ্গত বোধ না হওয়াতে আমার এই সঙ্কল্প আরও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তদনুসারে মূলগ্রন্থ ও পণ্ডিত মহাশয়ের সংশোধিত আদর্শ, এই উভয় দৃষ্টে প্রথমে গ্রন্থখানি আমার জ্ঞানানুসারে শোধনপূর্ব্বক লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যে সকল স্থল ব্যাকরণদুষ্ট নহে, অথচ ছন্দোভঙ্গ-দোষ-দূষিত, সেগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া শুদ্ধচ্ছন্দোবিশিষ্ট পাঠ মূলে, এবং মূলগ্রন্থের পাঠ টীকাতে (১), (২) ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা বিশেষ করিয়া লেখা গেল। ছাপিবার সুবিধার জন্য পূর্ব্বখণ্ডের প্রতিলিপি শেষ হইলেই উহার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিলাম। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণদিগের নাম ও গাঁইয়ের বর্ণনা আরম্ভ হইল, তখন পুথিলিখিত নামগুলির যাথার্থ্যবিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়ায় ঐ বিষয় চন্দ্রবাবুকে জানাইলাম। তাহাতে তিনি মিলাইবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ক্রমান্বয়ে আমাকে অর্পণ করিলেন;—পূর্ব্বখণ্ডের নিমিত্ত (১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধনির্ণয়, (২) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী প্রণীত কুলকল্পলতিকা প্রথম ভাগ, ও (৩) শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র মজুমদার প্রণীত গৌড়ে ব্রাহ্মণ; এবং উত্তর খণ্ডের নিমিত্ত (৪) শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত হঠপ্রদীপিকা, ও (৫) যোগশিক্ষাসোপান দ্বিতীয় খণ্ড, (৬) ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রণীত যোগিসংস্কারব্যবস্থা ও আগমসংহিতা, (৭) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত জাতিকৌমুদী ও [illegible] গঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা (বঙ্গানুবাদসমেত), ও (৯) [illegible]চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত জাতিমালা, এবং পরিশিষ্টের নিমিত্ত (১০) [illegible] কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সঙ্কলিত ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত।

মূলগ্রন্থের যে যে স্থানে সন্দেহ হইয়াছে, এই সকল গ্রন্থ দেখিয়া সেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া অনুবাদ করিয়াছি ; এবং যে সকল স্থলে মূলগ্রন্থের সহিত এই সকল গ্রন্থের মতভেদ হইয়াছে, সেই ভিন্ন মতগুলি সেই সেই স্থলে *, † প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা বিশেষিত করিয়া টীকায় লেখা গিয়াছে।* আর বঙ্গানুবাদের মধ্যে কোন কোন শব্দ বা বাক্য (,) এইরূপ বন্ধনীর অন্তর্গত করিয়া লেখা গিয়াছে। সেগুলি কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদটী সঙ্গত করিবার জন্য, কোন কোন স্থলে দুরূহ শব্দের অর্থরূপে, এবং কোন কোন স্থলে বা নামান্তররূপে, ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির সহিত মিলাইতে গিয়া, এবং আমার নিজেরও অধিক অবকাশ না থাকাতে, গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে এত বিলম্ব হইয়াছে। অনুবাদটী যথাসাধ্য মূলানুযায়ী অথচ বিশুদ্ধবঙ্গভাষানুমোদিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি ; এবং মুদ্রাকালে মদীয় অগ্রজ মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পরিদর্শনপূর্ব্বক ভাষাটীও পরিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। সহৃদয় পাঠকগণই সদসদ্বিবেচনার অধিকারী।

এস্থলে আর একটী বিষয় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কলিকাতা হাইকোর্টের ওরিজিন্যাল সাইডের রেকর্ডস্ এণ্ড মিউনিমেণ্ট্স্ আফিসের ভূতপূর্ব্ব পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কলিকাতা হরীতকী-বাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র নাথ (উপাধি সরকার) মহাশয়ের মধ্যমঃপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার নাথ মহাশয় অনুবাদকার্য্যের সহায়তার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ; তিনি সাহায্য না করিলে বোধ হয় ইহার অনুবাদকার্য্য এরূপ সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইত না। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

---

* এতদ্ভিন্ন অনুবাদকালে বাচস্পত্য, [illegible] অভিধানেরও আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

এক্ষণে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। এতদ্ভিন্ন একটী পরিশিষ্টও আছে। পূর্ব্বখণ্ডে—প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, ব্রাহ্মণদিগের গোষ্ঠী, মাথুর ও মাগধ ব্রাহ্মণ, বল্লাল সেনের রাজ্যবিভাগ ও প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, বৈদিক ব্রাহ্মণ, আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন, তাঁহাদিগের নাম, গোত্র ও সন্ততি, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষগণ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, কুলীনের প্রসঙ্গ, কুললক্ষণ, প্রতিগ্রহের উৎপত্তি, প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণদিগের নাম ও গাঁই, প্রতিগ্রহদিগের বর্জ্জনীয়তা, প্রতিগ্রহের কন্যাদিগের বিবাহাদি, বংশজের উৎপত্তি, কৌলিন্যের কথা; ভট্টনারায়ণের পুত্রদিগের নাম ও গাঁই, দক্ষের পুত্রদিগের নাম ও গাঁই, শ্রীহর্ষের পুত্রদিগের নাম ও গাঁই, বেদগর্ভের পুত্রদিগের নাম ও গাঁই, ছান্দড়ের পুত্রদিগের নাম ও গাঁই, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের গাঁই, কৃপানিধির পুত্রদিগের গাঁই, দামোদরের পুত্রদিগের গাঁই, ধরাধরের পুত্রদিগের গাঁই, গৌতমের পুত্রদিগের গাঁই, পরাশরের পুত্রদিগের গাঁই;* অম্বষ্ঠ জাতিদিগের শ্রেণি [illegible]গ, দেব ও কুণ্ড উপাধিধারী অম্বষ্ঠদিগের গোত্র, কায়স্থদিগের আদি পুরুষদিগের নাম ও গোত্র, কুলীন কায়স্থ, মধ্যম ও অধম (বাহাত্তুরে) মৌলিক কায়স্থ, পূর্ব্বখণ্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য, এবং কুলহীন ব্যক্তির বিবাহের অযোগ্যতা —এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

উত্তরখণ্ডে—উত্তরখণ্ডের প্রতিপাদ্য, বল্লালরাজ্যে লোকসমূহের পাপাচরণ, সুবর্ণবণিক্‌দিগের অবশ্যতা, বল্লভানন্দের রাজবিদ্রোহ ও উহার দমন চেষ্টা, যোগীদিগের সহিত বিরোধ, বলদেব ভট্ট ও যোগিরাজের † বচসা, যোগিরাজ কর্ত্তৃক বলদেবের নিষ্কাশন, যোগীদিগের দমনার্থ বল্লালের নিকট ব্রাহ্মণদিগের

---

* এই সকল নাম ও গাঁই [illegible] সম্বন্ধনির্ণয়, কুলক[illegible]কা, ও গৌড়ে ব্রাহ্মণ হইতে অনেক [illegible]।

† ইনি [illegible] ও [illegible]তে যোগী ছিলেন, সেই জন্য সর্ব্বসাধারণে [illegible] কহিত।

অনুরোধ, বল্লাল সেনের ক্রোধ, তাঁহার সুবর্ণবণিক্ ও যোগীদিগের জাতি-পাতনার্থ প্রতিজ্ঞা,* সুবর্ণবণিক্‌দিগের কর্ত্তৃক দাসত্ব কার্য্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ, উহার প্রতীকারার্থ বল্লালের চিন্তা, দাস্যকর্ম্মে কৈবর্ত্তদিগের নিয়োগ, কৈবর্ত্ত-দিগের চিহ্নধারণ, শূদ্রের পক্ষে কাষ্ঠমালা ধারণের আবশ্যকতা, যোগীদিগের মধ্যে কতকগুলির বল্লালের রাজ্য ও কতকগুলির চিহ্ন ত্যাগ † এবং নীচবৃত্তি গ্রহণ, আপনাদিগের সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত বল্লালের নিকট কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণ ও নাপিতদিগের অনুরোধ, নীচসেবী নাপিত ও ব্রাহ্মণদিগের পাতিত্য এবং সৎসেবী নাপিতদিগের সম্মান, ‡ নাপিতের শ্রেষ্ঠত্ব; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির উৎপত্তি, ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে সকলেরই উৎপত্তি; মরীচি, অত্রি, প্রচেতা, ও পুলস্ত্যের সন্তান; মনুর বংশাবলী, দক্ষের কন্যাগণ,§।

---

* এই প্রতিজ্ঞাটী গদ্যে লিখিত হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞার শেষে যোগপট্টের উল্লেখ আছে; কিন্তু ঐস্থলে টীকায় যোগপট্টের যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, উহা সচরাচর মিলে না। আধুনিক যোগপট্ট এক অঙ্গুলির অধিক বিস্তৃত দেখা যায় না। আশ্রমী যোগীরা পূজাদিকালে ইহা ধারণ করিয়া থাকেন। আবার যে সকল ব্রাহ্মণ আশ্রমী অবস্থাতেই যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহারাও ইহা ধারণ করিয়া থাকেন।

† বল্লাল রাজার রাজ্যে তাঁহার আজ্ঞায় ইহাঁদের যজ্ঞসূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা বাহির সিমুলিয়া নিবাসী পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন এবং দেশদেশান্তরের পণ্ডিত-মণ্ডলীর শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থানুসারে ইহাঁদের বংশধরেরা সন ১২৮৪ সালের ২৪শে ফাল্গুন তারিখ হইতে বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্রমশঃ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন।

‡ অধুনা নাপিতদিগের মধ্যে কাহারও পাতিত্য নাই, কিন্তু নীচযাজী ব্রাহ্মণেরা এখনও পতিত আছেন।

§ সমুদায়ে ৬০টী, তন্মধ্যে ধর্ম্মের পত্নী ৮টী—শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি ও স্মৃতি। কশ্যপের পত্নী ১৩টী—দিতি, অদিতি, দনু, কাষ্ঠা, চারিষ্ঠা, সুরসা, তিমি, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, বিনতা, কদ্রু ও ভানুমতী। চন্দ্রের পত্নী ২৭টী—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফলগুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বি[illegible] [illegible] জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, [illegible] ও রেবতী। [illegible] রুদ্রদিগের পত্নী ১১টী ও শিবের পত্নী [illegible] [illegible]। কোন কোন গ্রন্থে দক্ষের আরো কতক[illegible] [illegible] পাওয়া যায়, [illegible] নানা মতের গোলযোগবশতঃ সকল মত লিখিত হইল না।

রুদ্র* ও রুদ্রাণীদিগের নাম, মতান্তরে রুদ্রদিগের নাম, † যোগীদিগের শ্রেণীভেদ, রুদ্রদিগের বংশ, বিন্দুনাথের জন্ম;‡ সিদ্ধপুরুষদিগের নাম, § ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চ গোত্র,¶ বর্ণসঙ্করদিগের উৎপত্তি, সৎশূদ্র, কায়স্থ, অম্বষ্ঠ, ছেত্রী ও বণিক্, নব শিল্পী জাতি, পতিত শিল্পী, স্বর্ণকার, সূত্রধার ও চিত্রকারের পাতিত্যের হেতু, গন্ধ ও সুবর্ণবণিক্‌দিগের ব্যবসায়; (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত) সঙ্কর জাতিদিগের নাম ও উৎপত্তিপ্রকরণ (চণ্ডাল ও যুঙ্গী-দিগের বিশেষ বিবরণ), পরশুরামসংহিতার বর্ণিত সঙ্কর জাতির উৎপত্তি-প্রকরণ (অন্ত্যাবসায়ীর বিবরণ, ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব, ব্রাত্য বৈশ্যের সন্তান, মৈত্রেয়কের বিবরণ, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান, অনুলোমজ অধম সন্তান, নব-শায়কদিগের উৎপত্তি), ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত সঙ্কর জাতিদিগের উৎপত্তি-প্রকরণের পরিশিষ্ট (দস্যু, কুদর, সঙ্করজাতি ও গৃহস্থ যোগীদিগের অশৌচ-ব্যবস্থা; বাগতীত, ম্লেচ্ছ জাতি, পোদ, বৈদ্য, মাল, ব্যালগ্রাহী, সদ্গোপ, কৃষিরজক, বারুই, গণক, অগ্রদানী, ভট্ট, মক্কা জাতিদিগের বিবরণ); ‖ বল্লালচরিতের প্রতিপাদ্য, বল্লালের আদেশে বল্লালচরিত রচনা, এবং বল্লাল-চরিতের রচয়িতা ও রচনার সময়—এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

পরিশিষ্টে—পরিশিষ্ট-রচনের হেতু, বল্লালের পিতার অনিশ্চিততা, তাঁহার

---

* ইঁহারা মহাদেবের অংশসম্ভূত।

† কোন কোন মতে রুদ্রদিগের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর।

‡ ইহার মতান্তর যোগশিক্ষাসোপান দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত চন্দ্রাদিত্যপরমাগম হইতে গৃহীত।

§ ইঁহাদিগের কাহারও কাহারও [illegible] প্রদীপিকা হইতে গৃহীত।

¶ ব্রহ্মার আস্য হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ [illegible]ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা উক্ত পঞ্চ গোত্রের বহিভূর্ত, [illegible] —ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

‖ [illegible] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, জাতিকৌমুদী ও জাতি[illegible] হইয়াছে; এবং জাতিমালা হইতে কোন কোন সঙ্করজা[illegible]ত হইয়াছে।

চরিত্র, তৎকর্ত্তৃক রাজ্যবিভাগ, তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত তিন রাজধানী, মণিপুরের রাজার সহিত বিদ্রোহ ও পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ, তন্নিমিত্ত বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ, ঋণ না পাওয়াতে ক্রোধাবেশে সুবর্ণবণিক্‌দিগের জাতিপাতন; যোগী পীতাম্বর নাথের বিষয়, বল্লালের ভাবী জামাতার লক্ষণ বিষয়ে পীতাম্বরের উক্তি, ঐ বিষয়ে অন্য আটজন ব্রাহ্মণের উক্তি, পীতাম্বরের কারারোধ, বল্লালের কন্যার বিবাহ, বিবাহ-রাত্রে বরের মরণ, পীতাম্বরের মুক্তি ও পুরস্কার, শঙ্করের নামে পীতাম্বরকে ভূমিদান, যোগীদিগের সহিত বিরোধকালে রাজার প্রতি পীতাম্বরের শাপ; বল্লালের সহিত যুদ্ধার্থ বায়াদুম্ নামক ম্লেচ্ছের আগমন, উহার সহিত যুদ্ধ করিতে বল্লালের গমনোদ্যোগ, গমনকালে রাজস্ত্রীদিগের কাতর উক্তি, কপোতদর্শনে চিতায় দগ্ধ হইতে স্ত্রীদিগের প্রতি রাজার উপদেশ, রাজার যুদ্ধে গমন ও ম্লেচ্ছদিগের পরাজয়, কপোতের রাজভবনে উপস্থিতি, কপোতদর্শনে বল্লালনারীদিগের চিতায় পতন, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজার প্রত্যাগমন ও সর্ব্বনাশদর্শনে অগ্নিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ; পরিশিষ্ট রচনার সুবিধা ও কারণ, এবং পরিশিষ্ট রচনার সময়—এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

প্রকাশকের বিশেষ অনুরোধে এই গ্রন্থের (মূলে ও টীকায়) যতগুলি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসমস্তের একটী বর্ণানুক্রমিক সূচী গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হইল; কোন নামের বিষয়ে কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে নামের পরস্থ পৃষ্ঠাঙ্ক দেখিয়া গ্রন্থের সেই পৃষ্ঠে উহা বাহির করিয়া দেখিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। উপসংহারে বক্তব্য এই, যদি কোন গুণজ্ঞ পাঠক ইহাতে কোন ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পান, অথবা ইহার অসম্পূর্ণ অংশের সম্পূর্ণতা সম্পাদন বিষয়ে কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশকের নিকট জানাইলে উহা [illegible] এবং বারান্তরে ভ্রম-সংশোধন ও সম্পূর্ণতা-[illegible]

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র
সন ১২৯৬, কার্ত্তিক

[illegible] শর্ম্মা।
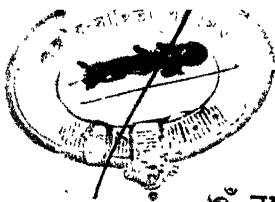
ওঁ নমো গণেশায়।

ওঁ নমঃ শিবায়।

বল্লালচরিতম্।

পূর্ব্বখণ্ডম্।

প্রণম্য জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারকারণম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ভূপবল্লালদেশতঃ (১)।
সর্ব্বেষাং কুলসংবাদগোত্রবংশক্রমান্বিতম্।
বল্লালচরিতাখ্যং তদ্রাজচরিতমুচ্যতে ॥ ১। ২॥ যুগ্মকম্।
জন্মতো জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩ ॥

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া, বল্লাল রাজার আদেশানুসারে,[১] সর্ব্ববর্ণের কুল-বৃত্তান্ত, গোত্র এবং বংশবিস্তার বিশিষ্ট বল্লালচরিত-নামক সেই রাজার জীবন-বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে।[২] প্রত্যেক ব্যক্তিই জন্ম-সময়ে শূদ্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয়, পরে উপনয়ন-সংস্কার হইলে দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হয়, পরে বেদ পাঠ করিয়া বিপ্র হইয়া থাকে, এবং শেষে ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রাহ্মণ হয়।[৩] সারস্বত,

(১) ভূপবল্লালস্য দেশতঃ আদেশতঃ নিদেশতো বা ইত্যর্থঃ। দেশাদিতি পাঠে ছন্দোভঙ্গঃ।

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়াশ্চ মৈথিলোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতো দ্বিজ এব চ।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা ॥ ৫ ॥
বিস্তৃতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে দেশনাম্না তু বিশ্রুতাঃ।
বঙ্গেশ্বরেণ রাজ্যং তৎ পঞ্চখণ্ডেন খণ্ডিতম্।
বল্লালেন হি বঙ্গাশ্চ রাঢ়বারেন্দ্রবাগড়ি।
মিথিলাশ্চ দ্বিজাস্তেষু দেশনাম্নৈব নামিতাঃ ॥৬।৭॥ যুগ্মকম্।
আদিস্থা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বেদপাঠেন বৈদিকাঃ।
পাশ্চাত্যা দাক্ষিণাত্যাস্তে দেশভেদেন বিশ্রুতাঃ ॥ ৮ ॥
বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল—বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর-নিবাসী এই পাঁচ ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীকে পঞ্চগৌড় বলা যায়।[৪] মাথুর ও মাগধ ব্যতীত আর সকল ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ; পূর্ব্বে ব্রহ্মাই মাগধকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন, এবং বরাহের ঘর্ম্ম হইতে মাথুর জন্ম গ্রহণ করেন।[৫] ব্রাহ্মণগণ চারিদিকে বিস্তৃত হইবার পর যিনি যে দেশে বাস করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেশের নামেই খ্যাত হন। বঙ্গেশ্বর বল্লাল নিজ রাজ্য বঙ্গ, রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ি ও মিথিলা—এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন;[৬] সুতরাং সেই সেই দেশ-নিবাসী ব্রাহ্মণেরা তত্তদ্দেশের নামেই আখ্যাত হইয়াছেন।[৭] এই সকল ব্রাহ্মণের বসতির পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই বেদ-পাঠ করিতেন বলিয়া বৈদিক নামে খ্যাত ছিলেন; এবং দেশ-ভেদে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য এই দুই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।[৮] ৯৫৪ শকাব্দে রাজেন্দ্র আদিশূর পঞ্চ

ক্ষিতীশাতিথয়শ্চৈব বীতরাগাশ্চ কোবিদাঃ।
হয়যানং সমারুহ্য ভৃত্যৈরপি সমন্বিতাঃ।
নৃপেন্দ্রাদিশূরেণৈব চানীতাঃ পঞ্চব্রাহ্মণাঃ।
পঞ্চগোত্রান্বিতাস্তেষাং নাম গোত্রং হি লিখ্যতে॥৯।১০॥
যুগ্মকম্।

শ্রীহর্ষস্য ভরদ্বাজো দক্ষস্য কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
বেদগর্ভস্য সাবর্ণো বাৎস্যশ্চ ছান্দড়স্য তু।
ভট্টনারায়ণস্য শাণ্ডিল্যো গোত্রমিতি ক্রমাৎ॥ ১১ ॥
তেষাং পুত্রাশ্চ সঞ্জাতাস্তেষাং সংখ্যা হি লিখ্যতে।
ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষাজ্জাতা ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ।
দ্বাদশ বেদগর্ভাচ্চ একাদশ চ ছান্দড়াৎ॥ ১২।১৩॥ যুগ্মকম্।
তে রাঢ়া নৃপতের্বাক্যাৎ সপ্ত সপ্তশতাত্মজাঃ।

ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন; তাঁহারা সংসারবিরাগী এবং বিদ্যালোকসম্পন্ন ছিলেন; রাজার অতিথি হইয়া ভৃত্য সমভিব্যাহারে অশ্বশকটারোহণে গৌড়-দেশে আগমন করেন; তাঁহাদের পাঁচ জনের পাচ গোত্র ছিল; তাঁহাদের নাম ও গোত্র লেখা যাইতেছে।[১০] শ্রীহর্ষের ভরদ্বাজ গোত্র, দক্ষের কাশ্যপ, বেদগর্ভের সাবর্ণ, ছান্দড়ের বাৎস্য, এবং ভট্টনারায়ণের শাণ্ডিল্য—যথাক্রমে পাঁচ ব্রাহ্মণের এই পাঁচ গোত্র।[১১] (বঙ্গ-দেশে বাস করিয়া) তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই কতকগুলি সন্ততি জন্মিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা লেখা যাইতেছে। ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র হইয়াছিলেন, দক্ষেরও ১৬, ভরদ্বাজকুলোদ্ভূত শ্রীহর্ষের ৪, বেদগর্ভের ১২, এবং ছান্দড়ের ১১ পুত্র জন্মিয়াছিলেন।[১২।১৩] সেই সমুদায়ের মধ্যে সপ্তশতী ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত সাত জন রাজার আদেশে রাঢ়ে বাস

তদ্দৈববশতো জাতাস্তেষু সপ্ত সুতা বরাঃ।
বরেন্দ্রঞ্চ গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ ॥ ১৪ ॥
ততঃ সমাগতঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
পুনঃ সমাগতঃ পশ্চাদ্বিপ্রো রজতকৌশিকঃ।
কৌণ্ডিল্যকৌশিকঃ পশ্চাদ্‌ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
মৈত্রাণ আলমালশ্চ ততো দ্বৌ তৌ সমাগতৌ ॥ ১৫।১৬ ॥
যুগ্মকম্।

একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥ ১৭ ॥

করিয়াছিলেন; দৈববশতঃ তাঁহাদের সাতটী পুত্র সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিলেন; ঐ সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন বরেন্দ্রভূমিতে গিয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ দুইটী রাঢ়েতেই বাস করিয়াছিলেন।[১৪] তাহার পর স্বর্ণকৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; পরে রজতকৌশিক নামে অপর এক ব্রাহ্মণ তৎপশ্চাৎ আসিয়াছিলেন;[১৫] পরে কৌণ্ডিল্যকৌশিক, ঘৃতকৌশিক এবং কৌশিক আসিয়াছিলেন; পরে মৈত্রাণ ও আলমাল নামে আর দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন।[১৬] * যে ব্রাহ্মণ কল্প † বা ষড়ঙ্গেরা ‡ সহিত বেদের একটী শাখা অধ্যয়ন করিয়া ষট্‌কর্ম্মে§ নিযুক্ত থাকেন, সেই ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলা যায়।[১৭]

---

* এই সকল ব্রাহ্মণ উত্তর বারেন্দ্রবংশীয়দিগের আদিপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত।

† বেদের বিধানজ্ঞাপক শাস্ত্র।

‡ শিক্ষা (উচ্চারণবোধক শাস্ত্র), কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের অর্থবোধক শাস্ত্র), ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ (শুভাশুভ-সময়-নির্ণায়ক শাস্ত্র)—বেদের এই ছয় অঙ্গ।

§ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ)—ব্রাহ্মণের এই ছয় কর্ম্ম।

বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্।
শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥ ১৮॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥ ১৯॥

অথ প্রতিগ্রহকথনম্।

ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
সা চ স্বর্ণময়ী ধেনুশ্ছেদনে(১) পতিতাস্ততঃ।
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ কচিৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহা জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥ ২০।২১॥

যুগ্মকম্।

বল্লাল রাজার রাজ্যে কুলীনেরা সাক্ষাৎ দেবতা, শ্রোত্রিয়েরা মেরু, এবং ঘটকেরা স্তব-পাঠক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।১৮ আচার (শাস্ত্রসম্মত আচরণ), বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা (গৌরব), তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা (ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে শ্রদ্ধা), আবৃত্তি (পরিবর্ত্ত বিবাহ), তপঃ (ব্রত, নিয়ম, উপবাসাদি কর্ম্ম) ও দান—কুলের এই নয়টী লক্ষণ। ১৯

অনন্তর প্রতিগ্রহ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে।—বল্লাল রাজা যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে স্বর্ণময়ী ধেনু দান করিয়াছিলেন; পরে কোনস্থানবাসী সুবর্ণবণিক্‌গণ সেই স্বর্ণময়ী ধেনু ছেদন করাতে পতিত হইয়া২০ রাজা কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন ও বহিষ্কৃত হইয়াছিল; আর সেই ধেনুর দানগ্রহণ হেতু ব্রাহ্মণগণ সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া প্রতিগ্রহ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।২১

---

(১) তস্যাঃ স্বর্ণময্যাঃ ধেনোশ্ছেদনে ইতি অর্থঃ।

অথ সগ্রামি-(গাঁই ইতি চলিত ভাষা)-
প্রতিগ্রহাদীনাং নামানি লিখ্যন্তে।

শঙ্করঃ পীতমুণ্ডী চ গড়োঽপি চ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডাউকনামা চ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলী।
বন্দ্যো মার্ত্তণ্ডনামা চ তপোনিষ্ঠো দৃঢ়ব্রতঃ।
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপী চ বন্দ্যজাঃ।
মাষো দোকড়িনামা চ রায়ী চ মধুসূদনঃ।
কুশারির্যবনামা চ হড়ো নারায়ণোঽপি চ।
মহিন্তা দ্বিবিধনামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ।
চট্টঃ শকুনিনামা চ তৈলবাটী নয়ারিকঃ।
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিঠুসংজ্ঞকঃ।
ঘোষজৌ ভ্রাতরাবেতৌ মদনবিশ্বরূপকৌ।

অনন্তর প্রতিগ্রহদিগের নাম ও গাঁই লেখা যাইতেছে।—শঙ্করের গাঁই পীতমুণ্ডী,* দিবাকরের গড়,† ডাউকের গুড়, দোকড়ির পিপ্পলী,[২২] ‡ তপস্থারত ও দৃঢ়ব্রত মার্ত্তণ্ডের, এবং আনায়ি, গণায়ি, হাড় ও গোপীর বন্দ্য,[২৩] দোকড়ির মাষ§, মধুসূদনের রায়ী, যবের কুশারি, নারায়ণের হড়,[২৪] দ্বিবিধনামা (দুইজন) কেশবের দায়ারি ও মহিন্তা, শকুনির চট্ট, নয়ারীর তৈলবাটী,[২৫] বিশ্বেশ্বরের কুন্দ, বিঠুর বন্দ্য, মদন ও বিশ্বরূপ, এই দুই ভ্রাতার ঘোষ,¶[২৬] হাস্তের গাঙ্গুলি, গৌত-

---

* "শঙ্করের গাঁই পীতমুণ্ডী" এইরূপ না বলিয়া "শঙ্কর, পীতমুণ্ডী গাঁই" এইরূপ বলাই রীতি। কিন্তু পুনঃ পুনঃ 'গাঁই' এই শব্দটী প্রয়োগ করিলে সুশ্রাব্য হয় না, অথচ 'গাঁই' না লিখিলেও কোন্‌টী নাম আর কোন্‌টী বা গাঁই, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না, এজন্য এই গ্রন্থে প্রত্যেক নামই ষষ্ঠ্যন্ত করিয়া লিখিত হইল। † মতান্তরে গড়গড়ি।

‡ মতান্তরে পিপ্‌লাই। § মতান্তরে মাষচটক। ¶ মতান্তরে ঘোষাল।

গাঙ্গুলী চ হাস্যনামা পূতির্গৌতমসংজ্ঞকঃ ।
শিমূলী পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডিসংজ্ঞকঃ ॥২২-২৭॥

কুলকম্ ।

অমী কুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ ।
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ ২৮ ॥
সম্বন্ধে ভোজনে চৈব দানে যজ্ঞে তথৈব চ ।
বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ ॥ ২৯ ॥

অথ প্রতিগ্রহসুতানাং বিবাহকথনাদিকম্ ।

গণকন্যা বশিষ্ঠেন ঠোঠেন শকুনেঃ সুতা ।
হাড়কন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজাপতিঃ ।
চক্রপাণিনাপি কন্যা গৃহীতা ধনলোভতঃ ।

মের পূতি,* পরাশরের শিমূলী† ও শঙ্করের ডিণ্ডি‡।[২৭] এই সকল কুলীন ব্রাহ্মণ গোদান গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাঁদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, গাভী যেরূপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ পতিত হইতে হয়।[২৮] বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে, ভোজনে, দানে, যজ্ঞে, এবং শ্রাদ্ধকালে ইহাঁদিগকে অবশ্য পরিত্যাগ করিবেন।[২৯]

অনন্তর প্রতিগ্রহের পুত্রদিগের বিবাহাদির কথা।—বশিষ্ঠ গণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ঠোঠ শকুনির কন্যাকে, দায়িক হাড়ের কন্যাকে ও কুবের এবং চক্রপাণি ধনলোভে হাস্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন;[৩০]

---

* মতান্তরে পূতিতুণ্ড। † মতান্তরে শিমলায়ী। ‡ মতান্তরে ডিংসায়ী।

বিঠুসুতাপতির্ভূত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ।
প্রতিগ্রহসুতোদ্বাহাৎ ষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০।৩১ ॥
যুগ্মকম্।

শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজঃ পুনঃ।
গ্রামং লব্ধ্বা চ বল্লালাৎ কৌণ্ডিল্যস্তৎপ্রচারিতঃ।
যবগ্রামী কড়ারী চ কৌণ্ডিল্যো বৈযুড়ী তথা ॥ ৩২ ॥
অথ পঞ্চগোত্রজানাং গাঁই-বংশয়োর্নির্ণয়ঃ।
নামভিঃ সহিতস্তেষাং যথাক্রমেণ লিখ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অথ শাণ্ডিল্যগোত্রস্য ভট্টনারায়ণস্য বংশধরাণাং
গাঁইনামানি যথা—

আদৌ বন্দ্যো বরাহঃ স্যাৎ রামো গড়গড়িস্তথা।
নীপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব নানো কুসুমকুলিকঃ।
বাটুঃ স্যাৎ পরিহালোহসৌ কুলভির্গুয়িনামকঃ।

এবং কুলভূষণ চট্ট বিঠুর কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—এইরূপে এই ছয় জন, প্রতিগ্রহের কন্যা বিবাহ করিয়া বংশজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।[৩১] আবার কুলীনেরা শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিয়া বংশজ হইয়াছিলেন। কৌণ্ডিল্য এইরূপে বংশজ হইয়া বল্লালের নিকট হইতে গ্রাম লাভ করিয়া যবগ্রামী, কড়ারী, কৌণ্ডিল্য এবং বৈযুড়ী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।[৩২] অতঃপর পঞ্চ-গোত্রজাত ব্রাহ্মণদিগের নাম, গাঁই ও বংশের তালিকা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।[৩৩]

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশধরদিগের নাম ও গাঁই যথা—আদিতে বরাহের গাঁই বন্দ্য, রামের গড়গড়ি, নীপের কেশর (কেশরী), নানের কুসুমকুলি,[৩৪] বাটুর (বৈকুণ্ঠের) পরিহাল, * গুয়ির কুলভি, গণের (গুণের)

* মতান্তরে বটুকের পারিহা।

গণো ঘোষলিতাং প্রাপ্তঃ সেয়ুঃ শান্তেশ্বরস্তথা ।
বুড়ো মাষ্‌চটকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ ।
বসুয়ারিস্তথা নীলো করালো মধুসূদনঃ ।
কুশারিঃ কোয়নামা চ কুলিশশ্চৈব বাসুকঃ ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামী চৈব মহামতিঃ ।
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজপূজিতাঃ ।
ততঃ কাশ্যপগোত্রীয়দক্ষবংশশ্চ লিখ্যতে ॥ ৩৪-৩৮ ॥

কুলকম্ ।

অথ কাশ্যপগোত্রস্য দক্ষস্য বংশধরাণাং
গাঁইনামানি লিখ্যন্তে ।

ধীরোঽভবদ্‌গুড়গ্রামী নীরঃ স্যাদামরুলিকঃ ।
ভূরিগ্রামী শুভশ্চৈব শম্ভুঃ স্যাত্তৈলবাটিকঃ (১) ।

ঘোষলী, শান্তেশ্বরের সেয়ু,* ৩৫ বুড়ের মাষ্‌চটক,† বিকর্ত্তনের বটব্যাল (বড়াল),‡ নীলের বসুয়ারি,§ মধুসূদনের করাল (কড়াল), ৩৬ কোয়ের কুশারি,¶ বাসুকের কুলিশ,‖ মাধবের আকাশ,** ও মহামতির দীর্ঘগ্রামী†† ৩৭—শাণ্ডিল্যগোত্রীয় এই ১৬ জন রাজা-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। অনন্তর কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের বংশ লেখা যাইতেছে।৩৮

কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের বংশধরদিগের নাম ও গাঁই।—ধীরের গাঁই গুড়, নীরের আমরুলিক (অম্বুলী), শুভের ভূরি (ভূরিষ্টাল), শম্ভুর তৈলবাটী, কোতু-

(১) এতৎ পাদদ্বয়ং মূলগ্রন্থে ন দৃশ্যতে ; ষোড়শসংখ্যাপূরণার্থং গ্রন্থান্তরাদাহৃতম্ ।

* মতান্তরে সাহের সেয়ক ।
† মতান্তরে গণের মাষ্চটক ।
‡ মতান্তরে মহামতির বটব্যাল ।
§ মতান্তরে বিকের বসুয়ারি ।
¶ মতান্তরে নিহ্নের কুশারি ।
‖ মতান্তরে শুভের কুলকুলী ।
** মতান্তরে বিভুর আকাশ ।
†† মতান্তরে শুভের দীর্ঘাঙ্গী ।

কৌতুকঃ পীতমুণ্ডী স্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ।
পলশায়ী পালুনামা হড়ঃ কাকো মতস্তথা।
পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোঽসৌ পালধী রামনামকঃ।
কোয়ারিঃ স্যাজ্জননামা পর্কটির্বনমালিকঃ।
শিমলায়ী শ্রীহরিঃ স্যাজ্জটো পুষলিকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ।
এতে ষোড়শ ভূদেবা জ্ঞেয়াঃ কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ ॥ ৩৯-৪২ ॥

কলাপকম্।

ততো ভরদ্বাজগোত্রস্থ শ্রীহর্ষস্থ বংশধরাণাং
গাঁইনামানি লিখ্যন্তে।

ধাঁধুনামা মুখৈটিঃ স্যাজ্জনঃ স্যাদ্দীনসায়িকঃ।
নানঃ সাহরিকো জ্ঞেয়ো রায়ী চ রামনামকঃ।
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ।
সর্ব্বদেশেষু বিদিতং বর্ণয়ন্তি চতুষ্টয়ম্(১)॥৪৩।৪৪॥ যুগ্মকম্।

কের পীতমুণ্ডী, সুলোচনের (ত্রিলোচনের) চট্ট,[৩৯] পালুর পলশায়ী, কাকের হড়, কৃষ্ণের পোড়ারি, রামের পালধি,[৪০] জনের কোয়ারি, বনমালীর পর্কটি (পাকড়াশি), শ্রীহরির শিমলায়ী, জটের পুষলী,[৪১] শশিধরের ভট্ট, ও কেশবের মূলগ্রামী, —এই ১৬ জন ব্রাহ্মণ কাশ্যপগোত্রীয় বলিয়া কথিত হন।[৪২]

অনন্তর ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষের বংশধরদিগের নাম ও গাঁই লেখা যাইতেছে।—ধাঁধুর (শ্রীগর্ভের বা ধুরন্ধরের) গাঁই মুখৈটি, জনের দীনসায়িক*, নানের (সুরেশ্বরের) সাহরী, ও রামের (বরাহের) রায়ী[৪৩]—ভরদ্বাজকুলসম্ভূত শ্রীহর্ষের সর্ব্বদেশে বিখ্যাত এই চারিটী পুত্র বর্ণিত হইয়াছেন।[৪৪]

(১) চতুষ্টয়ং বর্ণয়ন্তি বিদিতং সর্ব্বদেশেষু ইতি পাঠে তু ছন্দোভঙ্গঃ।

*। মতান্তরে সতের ডিণ্ডি বা ডিংসাই।

অথ সাবর্ণগোত্রস্য বেদগর্ভস্য বংশধরাণাং
গাঁইনামানি লিখ্যন্তে।

গাঙ্গুলী হলনামা চ কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলো জ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোঽভবৎ।
বিশ্বরূপস্তথা নন্দী কুমারো বালিগ্রামকঃ।
যোগী সিয়ারিকো জ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রামনামিকঃ।
দক্ষঃ শাকটসংজ্ঞোঽসৌ পারী চ মধুসূদনঃ।
ঘণ্টাগ্রামী মাধবশ্চ নায়ারী চ গুণাকরঃ(১)।
এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণাদ্দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ ৪৫-৪৭॥
বিশেষকম্।

অনন্তর সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের বংশধরদিগের নাম ও গাঁই লেখা যাই-তেছে।—হলের গাঁই গাঙ্গুলী, রাজ্যধরের কুন্দ, বশিষ্ঠের সিদ্ধল, মদনের দায়ী,[৪৫] বিশ্বরূপের নন্দী, কুমারের বালি, যোগীর সিয়ারিক, রামের পুংসিক,[৪৬] দক্ষের শাকট (সাট বা সাটেশ্বরী), মধুসূদনের পারী (পারিয়াল), মাধবের ঘণ্টা (ঘণ্টেশ্বরী)*, ও গুণাকরের নায়ারী (নায়ী)—সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের মহাবিদ্বান্ এই দ্বাদশ পুত্র ছিলেন।[৪৭]

---

(১) এতৎ পাদদ্বয়ং মূলগ্রন্থে ন দৃশ্যতে; দ্বাদশসংখ্যাপূরণার্থং গ্রন্থান্তরাদাহৃতম্।

* মতান্তরে রাজ্যধরের পুংসিক, বশিষ্ঠের নন্দী, মদনের কুন্দ, কুমারের সিয়ারিক, যোগীর সাট, মধুসূদনের দায়ী, রামের পারী, দক্ষের বালি, মাধবের সিদ্ধল, ও বিশ্বরূপের ঘণ্টা—এইরূপ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

অথ বাৎস্যগোত্রস্য ছান্দড়স্য বংশধরাণাং
গাঁইনামানি কথ্যন্তে।

রবির্মহিন্তা সুরভিশ্চ ঘোষঃ
কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ।
মহাযশা বাপুলিঃ পিপ্পলী চ
ধীরশ্চ পূতির্ননু শঙ্করাখ্যঃ।
বিশ্বম্ভরোঽভূৎ খলু পূর্ব্বগাঁইঃ
বাৎস্যাশ্চ তাদর্থ্যনিবাসদেশাঃ।
শ্রীশ্রীধরোঽভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লী
নারায়ণো নাম চ কাঞ্জিয়ারী।
চৌৎখণ্ডিকো নাম গুণাকরঃ স্যা-
ন্মনো দিঘালো ভুবি রুদ্রতুল্যঃ।
কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈব চ।

অনন্তর বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়ের বংশধরদিগের নাম ও গাঁই বলা যাইতেছে।—রবির গাঁই মহিন্তা, সুরভির ঘোষ (ঘোষাল), (জগতে) কবির শিম্বলাল (শিমলায়ী), মহাযশার বাপুলি, ধীরের পিপ্পলী, শঙ্করের পূতি,* বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বগ্রামী, (বাৎস্যগোত্রীয়গণ স্বীয় নিবাসস্থানের নামেই গাঁইনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন,) শ্রীধরের কাঞ্জিবিল্লী, নারায়ণের কাঞ্জিয়ারী (কাঞ্জারী), গুণাকরের চৌৎখণ্ডী, ও (পৃথিবীতে রুদ্রের সদৃশ) মনের দিঘাল (দীঘলী)। কাঞ্জিবিল্লী, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপ্পলী (পিপলাই), ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী,

---

* মতান্তরে বীরের পূতিতুণ্ড।

পূর্ব্বগ্রামী চ দীর্ঘাঙ্গী চোৎখণ্ডী শিম্বলায়কঃ।
বাৎস্যগোত্রজাতাঃ সর্ব্বে বিখ্যাতাঃ পৃথিবীতলে॥৪৮-৫১॥
কলাপকম্।

অথ বারেন্দ্রবংশবিবরণং লিখ্যতে।

কাশ্যপেঽষ্টাদশ জ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যে তু চতুর্দ্দশ।
চতুর্ব্বিংশতির্ব্বাৎস্যেষু ভরদ্বাজে তথাবিধাঃ।
সাবর্ণে বিংশতির্জ্ঞেয়াঃ কথিতাঃ পঞ্চগোত্রকাঃ।
তেষাং সবিস্তরং গ্রামী যথাক্রমেণ লিখ্যতে॥ ৫২।৫৩॥
যুগ্মকম্।

অথ কাশ্যপগোত্রস্য কৃপানিধের্বংশধরাণাং
গাঁইনামানি লিখ্যন্তে।

মৈত্রভাদুড়িকরঞ্জাশ্চ বালযষ্টিককেরলাঃ।
মধুগ্রামী বলীহারী মোয়ালী বীজকুঞ্জকঃ।

পূর্ব্বগ্রামী, দীর্ঘাঙ্গী (দীঘল), চোৎখণ্ডী, ও শিম্বলায়ক (শিমলাল বা শিমলায়ী), —বাৎস্যগোত্রজাত ব্রাহ্মণদিগের এই সকল গাঁই পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে।[৫১]

অনন্তর বারেন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণগণের বিবরণ লেখা যাইতেছে।—পঞ্চগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাশ্যপগোত্রীয় ১৮ জন বিখ্যাত আছেন, শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ১৪ জন, বাৎস্যগোত্রীয় ২৪ জন, ভরদ্বাজগোত্রীয়ও ২৪ জন,[৫২] এবং সাবর্ণগোত্রীয় ২০ জন কথিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের গাঁই যথাক্রমে সবিস্তর লিখিত হইতেছে।[৫৩]

অনন্তর কাশ্যপগোত্রীয় কৃপানিধির বংশধরদিগের গাঁই লেখা যাইতেছে।— মৈত্র, ভাদুড়ি, করঞ্জ, বালযষ্টিক, কেরল (কিরল), মধুগ্রামী (মোধাগ্রামী),

কোটিঃ সর্ব্বগ্রামকোটিঃ পরেশশ্চৈব ধোসকঃ ।
অশ্রুশ্চ ভাদ্রগ্রামী চ সর্ব্বগ্রামী চ বিশ্রুতঃ(১) ।
বেলগ্রামী চমগ্রামী কৃপানিধেশ্চ বংশজাঃ ॥ ৫৪।৫৫ ॥
যুগ্মকম্ ॥

অথ শাণ্ডিল্যগোত্রস্য দামোদরস্য বংশধরাণাং
গাঁইনামানি লিখ্যন্তে ।

রুদ্রবাগ্চী সাধুবাগ্চী লাহিড়ী চম্পটী তথা ।
কালিন্দী নন্দনাবাসী চট্টগ্রামী চ পূষণঃ ।
শ্রীহরির্বিশিমৎস্যাশী চম্পশঙ্খকবেলুড়ী ।
সুবর্ণতোটকঃ শাণ্ডিল্যদামোদরস্য বংশজাঃ ॥ ৫৬।৫৭ ॥
যুগ্মকম্ ।

বলীহারী, মোয়ালী, বীজকুঞ্জ,[৫৪] কোটি, সর্ব্বগ্রামকোটি, পরেশ, ধোসক, অশ্রু (অশ্রুকোটি), ভাদ্রগ্রামী, সর্ব্বগ্রামী (শরগ্রামী), বেলগ্রামী, ও চমগ্রামী—এই কয়েকটী কৃপানিধির বংশজাত ।[৫৫] *

অনন্তর শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দামোদরের বংশধরদিগের গাঁই লেখা যাইতেছে । —রুদ্রবাগ্চী, সাধুবাগ্চী, লাহিড়ী (লাহেড়ী), চম্পটী, কালিন্দী (কামেন্দ্র), নন্দনাবাসী, চট্ট,† পূষণ (পূষাণ),[৫৬] শ্রীহরি (সিহরী), বিশি, মৎস্যাশী, চম্পশঙ্খক (চম্প), বেলুড়ী, ও সুবর্ণতোটক—এই কয়েকটী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দামোদরের বংশজাত ।[৫৭]

---

(১) এতৎ পাদদ্বয়ং মূলপুস্তকে ন দৃশ্যতে ; অষ্টাদশসংখ্যাপূরণার্থং গ্রন্থান্তরাদাহৃতম্ ।

* গ্রন্থান্তরে সর্ব্বগ্রামকোটি, পরেশ, ধোসক, ও ভাদ্রগ্রামীর পরিবর্ত্তে সহগ্রামী, মধ্যগ্রামী, মঠগ্রামী, ও গঙ্গাগ্রামী, দেখিতে পাওয়া যায় ।

† গ্রন্থান্তরে চট্টের পরিবর্ত্তে তাড়োয়াল দেখিতে পাওয়া যায় ।

অথ বাৎস্যগোত্রস্য ধরাধরস্য বংশধরাণাং
গাঁইনামানি লিখ্যন্তে।

সংযামিনী ভীমকালী ভট্টশালী চ কুড়্মুড়ী।
ভাড়িয়ালঃ কামকালী বাৎস্যগ্রামী চ লক্ষকঃ।
জামরুখী বোড়গ্রামী কালীগাঁইঃ কালীহরঃ।
শীতলী ধোসলী চৈব তাম্বুড়ী কুক্কুটী তথা।
নিদ্রালী চাক্ষুষগ্রামী দেউলী সীহরী তথা।
পৌণ্ড্রীকাঙ্ক্ষী শ্রুতবটী চতুরান্দী চ বিশ্রুতঃ।
কালিন্দী বাৎস্যগোত্রস্য ধরাধরস্য বংশজাঃ॥ ৫৮-৬০॥

বিশেষকম্।

অনন্তর বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের বংশধরদিগের গাঁই লেখা যাইতেছে।— সংযামিনী (সঞ্জায়িনী বা সান্যাল), ভীমকালী, ভট্টশালী, কুড়্মুড়ী, ভাড়িয়াল, কামকালী, বাৎস্যগ্রামী, লক্ষ, জামরুখী (জামরিক), বোড়-(বোঢ়)-গ্রামী, কালীগাঁই, কালীহর, শীতলী (সিমলী), ধোসলী (ধোসালি), তাম্বুড়ী (তাম্বুরী), কুক্কুটী, নিদ্রালী, চাক্ষুষগ্রামী *, দেউলী, সীহরী (সাহরি), পৌণ্ড্রীকাঙ্ক্ষী (পৌণ্ড্রকালী), শ্রুতবটী, চতুরান্দী (চতুরাবন্দী), ও কালিন্দী—এই কয়েকটী বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের বংশজাত।

---

* গ্রন্থান্তরে চাক্ষুষগ্রামীর পরিবর্ত্তে অক্ষগ্রামী দেখিতে পাওয়া যায়।

অথ ভরদ্বাজগোত্রস্থ গৌতমস্থ বংশধরাণাং
গাঁইনামানি লিখ্যন্তে।

ভাদড়ো লাউড়েল্ ঝামাঝামালঝম্পটী তথা।
উর্ত্তিবাহী উগ্ররেখী আথুরত্নাবলী খনিঃ।
গোস্বা শিরাথপিস্বীনিশ্চেঙ্গা খাজুরী পিপ্পলী।
কাঞ্চনগ্রামী বিশালা শাকোটকশ্চ অস্থকঃ।
ক্ষেত্রগ্রামী রাজগ্রামী নন্দিগ্রামী দধিয়ালঃ।
পংক্তির্বৃহতী ভরদ্বাজগোত্রগৌতমস্যাত্মজাঃ ॥ ৬১-৬৩ ॥
বিশেষকম্।

অনন্তর ভরদ্বাজগোত্রীয় গৌতমের বংশধরদিগের গাঁই লেখা যাইতেছে।— ভাদড়, লাউড়েল (লাড়ুলী), ঝামা (ঝামাল বা ঝম্পটী), উর্ত্তিবাহী (আতুর্থি), উগ্ররেখী (উচ্চরিক বা উচ্ছরথি), আথু (আদিত্য), রত্নাবলী, খনি, (নিখটী), ৬১ গোস্বা (গোস্বালম্বি), শিরাথ (সরিয়াল), পিস্বীনি, চেঙ্গা, খাজুরী (খর্জ্জুরী বা শৃঙ্গখোর্জ্জার), পিপ্পলী (পাপ্ড়িয়াল), কাঞ্চনগ্রামী (কাছটি), বিশালা (বাল), শাকোটক (শাকটি), অস্থক,৬২ ক্ষেত্রগ্রামী, রাজগ্রামী (রাইগ্রামী), নন্দিগ্রামী, দধিয়াল, পংক্তি (পূতি), ও বৃহতী (বহাল),—এই কয়েকটী ভরদ্বাজগোত্রীয় গৌতমের পুত্রগণের গাঁই।৬৩ *

---

* গ্রন্থান্তরে আথু, পিস্বীনি, চেঙ্গা, ও অস্থকের পরিবর্ত্তে গোচ্ছাসি, শিম্বি, ঘোগ্রামী, ও সমুদ্র, দেখিতে পাওয়া যায়।

অথ সাবর্ণগোত্রস্য পরাশরস্য বংশধরাণাং
গাঁইনামানি লিখ্যন্তে।

সিংহভালক উন্দুড়ী শৃঙ্গী পাকড়ী মেধুড়ী।
ধুন্দুড়ী তাতোয়া সেতুর্লোমকপালী পেটরঃ।
পঞ্চবটী পুণ্ডরীকো যশোগ্রামী খণ্ডবটী।
কেতুগ্রামী নিকড়ী সমুদ্রপুষ্পকৌ ভাদুষী।
এতে সাবর্ণগোত্রীয়পরাশরাত্মজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৪।৬৫ ॥

যুগ্মকম্।

অথ অম্বষ্ঠজাতীয়ানাং কুলবিবরণম্।

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তদেবকরাস্তথা।
রাজসোমাবপীত্যষ্টৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর সাবর্ণগোত্রীয় পরাশরের বংশধরদিগের গাঁই লেখা যাইতেছে।— সিংহভালক (সিংডাল বা সিংদিয়াড়), উন্দুড়ী, শৃঙ্গী, পাকড়ী, মেধুড়ী (লেধুড়ী), ধুন্দুড়ী, তাতোয়া (তাতোয়ার), সেতু, লোম (নইগ্রামী), কপালী, পেটর, পঞ্চবটী, পুণ্ডরীক, যশোগ্রামী, খণ্ডবটী, কেতুগ্রামী, নিকড়ী, সমুদ্র, পুষ্পক, ও ভাদুষী,—এই কয়েকটী সাবর্ণগোত্রীয় পরাশরের পুত্রগণের গাঁই। *

অনন্তর অম্বষ্ঠ-(বৈদ্য)-জাতীয়দিগের কুল-বিবরণ লিখিত হইতেছে।—সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত,† দেব, কর, রাজ ও সোম—বৈদ্যজাতীয় এই আটজন রাঢ়ীয়

* গ্রন্থান্তরে পেটর, পুণ্ডরীক, পুষ্পক, ও ভাদুষীর পরিবর্ত্তে দধি, মেদড়ি, টুটুরি, ও শীতলী দেখিতে পাওয়া যায়।

† গ্রন্থান্তরে আদিত্য ও ইন্দ্র নামে বৈদ্যদিগের আরও দুই উপাধি দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন বলিয়া দত্তদিগেরই অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছেন।

নন্দিশ্চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চ যে।
তে বরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসদত্তকরা অপি ॥ ৬৭ ॥

অথ দেবকুণ্ডোপাধি-বৈদ্যজাতীয়ানাং গোত্রাণি।

কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ।
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ ॥ ৬৮ ॥
আত্রেয়কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্যশ্চালমালকঃ।
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তো ভারদ্বাজশ্চ কুণ্ডজঃ ॥ ৬৯ ॥

অথ কায়স্থজাতীয়ানাং কুলবিবরণম্।

কাশ্যপস্যৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ ॥ ৭০ ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসোঽস্য ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ ॥ ৭১ ॥

বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন।[৬৬] নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, ও রক্ষিত—এই পাঁচজন, এবং দাস, দত্ত, ও করও—বারেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত।[৬৭]

অনন্তর দেব ও কুণ্ড উপাধিধারী বৈদ্যজাতীয়দিগের গোত্র লিখিত হইতেছে।—কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও মৌদ্গল্য,—এই চারি-গোত্রীয় বৈদ্যেরা দেব-বংশ-সম্ভূত।[৬৮] আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য, আলমাল ও ভারদ্বাজ,—এই পাঁচ-গোত্রীয় বৈদ্যেরা কুণ্ড-বংশ-সম্ভূত, এবং ধরের কাশ্যপ গোত্র বলিয়া কথিত আছে।[৬৯]

অনন্তর কায়স্থজাতীয়দিগের কুলবিবরণ লিখিত হইতেছে।—দক্ষ নামে মহাবুদ্ধিশালী কাশ্যপ-গোত্রীয় যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বসু।[৭০] পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূত, তাঁহার দাস

ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥ ৭২॥
সাবর্ণগোত্রো নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ম্।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥ ৭৩॥
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞকঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥ ৭৪॥
যে তু ঘোষবসুমিত্রাঃ কুলীনাঃ সর্ব্ব এব তে।

সৌকালীনগোত্রীয় শ্রীমকরন্দ ঘোষ।[৭১] মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজগোত্রীয় বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার দাস কাশ্যপগোত্রীয় বিরাট গুহ।[৭২] বেদগর্ভ মুনি সাবর্ণ-গোত্রীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার দাস বিশ্বামিত্রগোত্রীয় শূদ্রবংশজাত কালিদাস মিত্র বলিয়া খ্যাত।[৭৩] ছান্দড় নামক ব্রাহ্মণ বাৎস্যগোত্রজাত, তাঁহার দাস মৌদ্গল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত। এই সকলের রক্ষার জন্য আমি তোমার গৃহে আসিয়াছি।[৭৪] * ঘোষ, বসু ও মিত্র বংশীয় সকলেই কুলীন;

---

* এইটী পুরুষোত্তম দত্তের উক্তি, কারণ তিনি ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য হইয়া আসেন নাই, রক্ষকরূপে আসিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার শ্লোকটীতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে। শ্লোক যথা—

"অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
[illegible]কিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজাং প্রভুঃ।
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো [illegible]॥"

দেবদত্তকরপালিতসেনসিংহদাসগুহাঃ।
অষ্টৌ চ মধ্যমা এতে দ্বিসপ্ততিগৃহাস্ততঃ।
অশীতির্মৌলিকা রাজবল্লালসেনসম্মতাঃ।
দ্বিসপ্ততিগৃহা যে তে কায়স্থে অধমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৫।৭৬ ॥

যুগ্মকম্।

আর দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ,—এই অষ্টবংশীয়েরা মধ্যম; তাহার পর দ্বিসপ্ততিবংশীয় (৭২ ঘর) (কায়স্থ আছে)।[৭৫]* এই ৮০ ঘর রাজা বল্লালসেনের অভিমত মৌলিক; ইহাদের মধ্যে শেষ ৭২ ঘর কায়স্থ কুলে অধম বলিয়া পরিগণিত।[৭৬]

হে স্বামিন্! আমি পুরুষোত্তম নামক শ্রেষ্ঠদত্তকুলজাত, কুলীনদিগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত, পুণ্যবান্, এবং সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার রাজ্য পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। (দত্ত এই কথা বলাতে) সেই (বল্লাল) রাজা তাঁহার বিনয়হীনতা প্রযুক্ত তাঁহাকে কুলহীন করিলেন।

ঢাকুরনামক বাঙ্গালা পদ্য পুস্তকেও এই ভাবের একটী শ্লোক পাওয়া যায়। যথা—

"দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি, করি তীর্থ পর্য্যটন॥"

৭২ ঘর কায়স্থদিগের উপাধি যথা—নাগ, পাল, আদিত্য, রাণা, সর (স্বর), ধর, বর্দ্ধন, সানা, রাজ, হোড়, হুই, ব্রহ্ম, তেজ, ভঞ্জ, ক্ষুর (পৈস্থর), শর্ম্ম (শর্ম্মা), নন্দী, বন্দী, গুপ্ত, রাহা, আইচ, সোম, রুদ্র, দাহা (দাঁহা), ভূত, গেত (গুত), গুই (গুঁই), চন্দ্র, শীল, নাথ, রক্ষিত, বিষ্ণু, ভঞ্জ, কুণ্ডু (কুণ্ড), সুর, ধরণী, বাণ, পই (ভুই), জাম (সাম), বিন্দু (বিন্দ), ধর, বল, লোধ, বর্ম্ম (বর্ম্মা), খিল, পিল, ইন্দ্র, ওন (ক্ষোম), অঙ্কুর, বঙ্কুর, সাঁই, হেশ, মনু (মনো), গণ্ড, রাহুত, গণ, উপমান (উগ্রমান), ক্ষেম (ক্ষাম), বইশ (বৈওব), বীজ (বীদ), অর্ণ (অর্ণব), আগ, শক্তি, শনি (সাম), হেম, বঙ্গ (রঙ্গ), কীর্ত্তি, যশ, ধনু, গুণ, ঘর ও দানা (রাজপুত)।

বল্লালচরিতে হ্যেতৎ পূর্ব্বখণ্ডং সুপূরিতম্।
ইয়ং হি রাজকীর্ত্তিস্তজ্জাতীনাং কুলকর্ম্মসু।
যুগত্রয়ে গতে জাতেরধুনা কেবলং কলৌ ॥ ৭৭ ॥
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু কুলহীনায় কর্হিচিৎ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিরচিতে পুনঃ
শ্রীআনন্দভট্টসংশোধিতে
বল্লালচরিতে পূর্ব্বখণ্ডং
সমাপ্তম্।

বল্লালচরিতের এই পূর্ব্বখণ্ড সম্পূর্ণ হইল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল কলিযুগে জাতিসমূহের কুল-ক্রিয়া বিষয়ে এইটী বল্লাল রাজার কীর্ত্তি।" কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গৃহে থাকে, সেও ভাল; তথাপি উহাকে কথন কুলহীন ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিবে না।'

ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত এবং
শ্রীআনন্দ ভট্ট কর্ত্তৃক সংশোধিত
বল্লালচরিতের পূর্ব্বখণ্ড
সমাপ্ত।

উত্তরখণ্ডম্।

বল্লালনৃপতেরাদিচরিতং কথিতং ময়া।
উত্তরং চরিতং যত্তু ইদানীং কথ্যতে ততঃ ॥ ১ ॥
কালেন স মহারাজো নীতিজ্ঞো ধর্ম্মপালকঃ।
অধর্ম্মাচরণং রাজ্যে দদর্শ লোকমণ্ডলে॥ ২ ॥
মিথ্যাবাদী পরদ্রোহী ব্যভিচারী জনস্তথা।
নীচান্নভোজ্যপহারী আচারহীনঃ সর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বখণ্ডে যথোক্তাস্তু কায়স্থব্রাহ্মণাদয়ঃ।
কুলীনাকুলীনাদীনাং নিয়মঃ কুলকর্ম্মসু ॥ ৪ ॥
সুবর্ণবণিজো যোগিকৈবর্ত্তনাপিতাদয়ঃ।
বিধয়ো বিনিয়োগাশ্চ লিখ্যন্তেঽত্রৈব তে ময়া ॥ ৫ ॥

বল্লাল রাজার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে।[১] নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মরক্ষক সেই মহারাজ কিছু দিন পরে রাজ্যস্থ লোকসমূহের পাপাচরণ দৃষ্টিগোচর করিলেন।[২] সকল দিকেই লোকেরা মিথ্যাবাদী, পরপীড়ক, ব্যভিচারী, নীচ জাতির অন্নাহারী, চোর এবং সদাচরণহীন হইয়াছিল।[৩] পূর্ব্বখণ্ডে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির বিষয় এবং কুলীন ও অকুলীনদিগের কুলবিহিত কার্য্যের (বিবাহাদির) নিয়ম যেরূপ বলা হইয়াছে,[৪] এখণ্ডেও সেইরূপ সুবর্ণবণিক্, যোগী, কৈবর্ত্ত, ও নাপিতাদি জাতির বিষয়, এবং তাহাদের নিয়ম ও নিয়োগ লেখা যাইতেছে।[৫] সকল জাতির

সর্ব্বাসান্তত্র জাতীনামাচারোৎপত্তিনির্ণয়ঃ ।
পুরাণসম্মতঃ কশ্চিল্লোকবাদস্থনিশ্চিতঃ ॥ ৬ ॥
স্থবর্ণবণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধনগর্ব্বিতাঃ ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবম্ ॥ ৭ ॥
ততঃ সংক্রুদ্ধো মতিমান্ দুর্ব্বৃত্তদমনোত্তমঃ ।
বভূব যত্নবাংস্তেষাং শাসনায় নৃপোত্তমঃ ॥ ৮ ॥
স্থবর্ণবণিজাং স্বামী বল্লভানন্দনামকঃ ।
আসীদ্দুষ্টো ধনশ্রেষ্ঠো রাজদ্রোহী চ গর্ব্বিতঃ ॥ ৯ ॥
তৎসকাশং ততো দূতো রাজ্ঞা তেন চ প্রেষিতঃ ।
শাসনপত্রদানেন বশীকরণমিচ্ছতা ॥ ১০ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কালে রাজ্যে দ্বিজাতিভিঃ সহ ।
বভূব বৈরভাবশ্চ যোগিনাং রাজ্যবাসিনাম্ ॥ ১১ ॥

আচারের উৎপত্তির বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে, কোনটী পুরাণের (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদি) অভিপ্রায় অনুসারে, আর কোনটী বা জনশ্রুতি অনুসারে, নিশ্চয় করিতে হয়।[৬]

বল্লাল সেনের রাজ্যে দুষ্টস্বভাব স্থবর্ণবণিকেরা ধনহেতু অহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের ও রাজার মানহানি করিতে লাগিল।[৭] তাহাতে দুষ্টদমননিপুণ বুদ্ধিমান্ নৃপবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের শাসনের জন্য যত্নবান্ হইলেন।[৮] বল্লভানন্দ নামে স্থবর্ণবণিক্দিগের এক দুষ্টস্বভাব অধিপতি অত্যন্ত ধনী হওয়াতে গর্ব্বিত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল।[৯] তাহাতে বল্লাল রাজা শাসনপত্র দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।[১০]

এই সময়ের মধ্যে (বল্লাল সেনের) রাজ্যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজ্যস্থ যোগিজাতীয় ব্যক্তিগণের শত্রুতা জন্মিয়াছিল।[১১] একদা শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে

অথ শিবচতুর্দ্দশ্যাং নিশীথে শঙ্করস্য চ।
জটেশ্বরস্য পূজার্থং বহুলোকাঃ সমাগতাঃ ॥১২॥
বলদেবভট্টনামা রাজপুরোহিতস্তদা।
কাম্যপূজনকর্ম্মার্থং রাজ্ঞোঽসৌ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
বহুরত্নানি বৈ দৃষ্ট্বা যোগিরাজ উবাচ তম্‌।
যদ্‌যদ্‌দ্রব্যাণি অত্রৈব উপস্থিতানি পূজনে।
রাজ্ঞো বা অপরেষাং বা নিত্যকাম্যব্রতাদিষু।
যোগিভোগ্যানি পূজান্তে নান্যেষামধিকারিতা ॥ ১৪।১৫ ॥
যুগ্মকম্‌।
এতচ্ছ্রুত্বা বলদেবঃ প্রোবাচ তীক্ষ্ণভাষয়া।
লোভং মা কুরু যোগীশ পরদ্রব্যধনাদিষু ॥ ১৬ ॥
আরক্তচক্ষুর্যোগীন্দ্রশ্চকার বাক্যপীড়িতঃ।
স্ববলেন বলদেবং তৎসকাশাদ্বহিষ্কৃতম্‌ ॥ ১৭ ॥

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময়ে জটেশ্বর মহাদেবের পূজার জন্য অনেক লোক আগমন করিয়াছিল।[১২] ঐ সময়ে বলদেব ভট্ট নামক রাজার পুরোহিত রাজার কাম্য পূজা দানের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।[১৩] (তাঁহার নিকট) অনেক রত্ন দেখিয়া যোগাদিগের রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"এই স্থানে রাজা বা অপর কোন লোকের নিত্য (প্রত্যহ করণীয়), কাম্য (স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করণীয়), অথবা ব্রত প্রভৃতিতে করণীয় পূজার জন্য যে যে দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছে,[১৪] পূজা শেষ হইলে সেইগুলি যোগীদিগেরই প্রাপ্য হইবে, অন্য কাহারও (ঐ সকল দ্রব্যে) অধিকার নাই"।[১৫] ইহা শুনিয়া বলদেব রুক্ষ ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন, হে যোগিরাজ, পরের দ্রব্য ও সম্পত্তি প্রভৃতিতে লোভ করিও না।[১৬] যোগিরাজ (বলদেবের) এই বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলদেবকে স্বয়ং বলপূর্ব্বক তাঁহার সমীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।[১৭] তাহাতে বলদেব

বলদেবস্ততোহগচ্ছৎ সংরুদ্য রাজসন্নিধৌ।
আদ্যন্তমবদৎ সর্ব্বং যথাসাববমানিতঃ ॥ ১৮ ॥
রাজ্যস্থা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে মত্বা তদবমানিতাঃ।
অভিযোগং ততশ্চক্রুর্যোগিনাং শাসনায় চ ॥ ১৯ ॥
এতদাকর্ণ্য স রাজা ক্রোধান্ধো ঘূর্ণলোচনঃ।
দুষ্টানাং দর্পচূর্ণায় প্রতিজ্ঞামকরোত্তদা ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বস্মাৎ স মহারাজো রুদ্রজান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি।
দানত্যাগাদ্বীতরাগঃ স্বপিতৃশ্রাদ্ধবাসরে।
পুরোহিতস্যাপমানাৎ ক্রোধার্কঃ প্রখরোদিতঃ।
বল্লভানন্দসম্বন্ধাৎ প্রথমং যঃ প্রকাশিতঃ ॥ ২১ । ২২ ॥
যুগ্মকম্।
অথাসৌ রাজা বল্লালঃ ক্রোধাবেশবিকম্পিতঃ।
চকার শপথং তস্যাং সভায়াং পার্ষদান্বিতঃ ॥ ২৩ ॥

রোদন করিতে করিতে রাজার নিকট গেলেন, এবং যেরূপে (যোগিরাজ কর্ত্তৃক) অপমানিত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন।[১৮] অনন্তর রাজ্যবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণ সেই বলদেবের অপমানে (আপনাদিগকেও) অবমানিত মনে করিয়া যোগীদিগের শাসনের জন্য (রাজার নিকট) অভিযোগ করিলেন।[১৯] তাহা শুনিয়া সেই রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া তখনই দুষ্ট-দিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন।[২০] রুদ্র হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ-গণ (আশ্রমী যোগিগণ) রাজার পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস দানগ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই বলিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন,[২১] সুতরাং বল্লভানন্দের সম্বন্ধে (ব্যবহারে) প্রথমতঃ প্রকাশিত তাঁহার সেই ক্রোধ-রূপ সূর্য্য এক্ষণে নিজ পুরোহিতের অপমানে তীব্ররূপে উদিত হইল।[২২] অনন্তর বল্লাল রাজা ক্রোধাবেশ হেতু কম্পিতকলেবর হইয়া সেই সভায় সভাসদগণের নিকট এইরূপ শপথ করিলেন[২৩] "আমি সেনরাজবংশজাত বল্লালনামে বিখ্যাত ;

—সেনরাজবংশজো বল্লালঃ প্রত্যভিজানিতোঽহম্। যদি দুঃশীলান্ হিরণ্যবণিজঃ অধমজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দস্য দুরাত্মনঃ সমুচিতদণ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, ধর্ম্মগর্ব্বিতানাং ভণ্ডযোগিনাঞ্চ উৎসাদনং ন করিষ্যামি, তদা গোব্রাহ্মণযোষিদাদিঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শতপুত্রবিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশীং প্রতিজ্ঞামকরোৎ, এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। এভিঃ সহ অদ্যাবধি একাসনোপবেশনম্, এতেষাং দানাদিগ্রহণং, যজনযাজনাদিকং, সাহায্যমাত্রং বা যে করিষ্যন্তি, তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তীতি। অতএব পট্টসূত্রাদিধারণং ব্যর্থম্।

যদি দুষ্ট সুবর্ণবণিক্‌দিগকে অধম জাতির মধ্যে পরিগণিত না করি, দুরাত্মা বল্লভানন্দের সমুচিত দণ্ডবিধান না করি, এবং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা অহঙ্কৃত ভণ্ড যোগীদিগের বিনাশ-সম্পাদন না করি, তাহা হইলে গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী প্রভৃতি হত্যা করিলে যে সকল পাপ হইয়া থাকে, সেই সকল পাপ যেন আমার হয়"। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র বধ করিবার জন্য ভীমসেন যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই সকল জাতির বিষয়ে আমারও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা জানিবে। অদ্য হইতে যাহারা এই সকল জাতীয় লোকদিগের সহিত এক আসনে উপবেশন, ইহাদিগের দান প্রভৃতি গ্রহণ, পূজা, পৌরোহিত্য প্রভতি,—অথবা কেবল সাহায্যও করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। অতএব যোগপট্ট,* যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি ধারণ (যোগিজাতির পক্ষে) বৃথা (হইবে)।" (বল্লাল রাজার) এই

---

* রেশম-সূত্র নির্ম্মিত চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং উপবীতের ন্যায় দীর্ঘ বস্ত্রকে যোগপট্ট বলে। ইহাতে সূত্রদ্বারা মন্ত্র লিখিত থাকে। ইহা কেবল আশ্রমী ও অনাশ্রমী যোগীরাই পরিধান করিতে পারে।

অচিরাদিয়মাজ্ঞা তু গৌড়রাজ্যে প্রচারিতা।
তচ্ছ্রুত্বা বণিজঃ সর্ব্বে সংযুতাশ্চ সুমন্ত্রিতাঃ।
অসূয়াপরতন্ত্রাস্তে অনিষ্টাচারহেতুনা।
আচক্রুঃ প্রতিরোধং তজ্জনানাং দাস্যকর্ম্মসু॥ ২৪।২৫॥
যুগ্মকম্।
দ্বিগুণাং ত্রিগুণাং বৃত্তিং দদুস্তেভ্যঃ সুযত্নতঃ।
দাসাভাবান্মহানিষ্টং বভূব সর্ব্বজাতিষু॥ ২৬॥
এবম্ভূতে মহানিষ্টে রাজা বিজ্ঞাপিতস্তথা।
চিন্তয়ামাস তদ্ধেতোঃ কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্॥ ২৭॥
অনন্যোপায়ং সংদৃশ্য তত্রাদেশং দদৌ নৃপঃ।
নিয়োগার্থায় সর্ব্বত্র কৈবর্ত্তান্ দাস্যকর্ম্মসু॥ ২৮॥
গঙ্গাস্নানাদিকং কৃত্বা কাষ্ঠমালা গলেষু চ।
ধৃত্বা সংস্কারচিহ্নানি শোভন্তে দাসধীবরাঃ॥ ২৯॥

আজ্ঞা অবিলম্বে গৌড় দেশে প্রচারিত হইল। উহা শুনিয়া সুবর্ণবণিকেরা দ্বেষপরবশ হইয়া (তাঁহার) অনিষ্ট করিবার জন্য সকলে মিলিত হইয়া[২৪] পরামর্শ-পূর্ব্বক লোকদিগের দাসত্বকার্য্যে প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিল।[২৫] (উহারা) যত্নপূর্ব্বক দাসদিগকে (অন্যের অপেক্ষা) দুইগুণ, তিনগুণ অধিক বেতন দিতে লাগিল; (তাহাতে) সকল জাতির মধ্যেই দাসের অভাবে মহাকষ্ট (উপস্থিত) হইল।[২৬] এইরূপ মহাকষ্ট উপস্থিত হইলে, সকলে রাজাকে উহার বিষয় জ্ঞাপন করায়, তিনি ঐ বিষয়ে পরে কি কর্ত্তব্য, তজ্জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।[২৭] তাহাতে অন্য উপায় না দেখিয়া সকল জাতির মধ্যেই কৈবর্ত্তদিগকে দাসত্বকার্য্যে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিলেন।[২৮] কৈবর্ত্তেরা গঙ্গাস্নান করিয়া তিলকাদি ধারণ ও গলদেশে কাষ্ঠমালা এবং অন্যান্য পবিত্রতাসূচক চিহ্ন পরিধানপূর্ব্বক দাসত্ব-কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।[২৯] তদনন্তর (রাজা কর্ত্তৃক) এই আজ্ঞা

ততঃ প্রচারিতাজ্ঞৈষা দ্বিজাদিতরজাতয়ঃ।
কণ্ঠমালাবিহীনা যে গণিতা যবনৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥
ততঃ পলায়নং চক্রুর্যোগিনো রাজদণ্ডিতাঃ।
কেচিত্তিষ্ঠন্তি কৃচ্ছ্রেণ গুপ্তভাবেন তত্র চ ॥ ৩১ ॥
ত্যক্ত্বা পট্টাদিচিহ্নানি কেচিত্তু কর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
নানাবৃত্তিরতাশ্ছিন্না অন্নাভাবেন নীচবৎ ॥ ৩২ ॥
ততঃ কৈবর্ত্তযাজিভির্ব্রাহ্মণৈর্নাপিতৈরথ।
রাজা সংজ্ঞাপিতস্তেষাং সম্মানবৃদ্ধিহেতুনা ॥ ৩৩ ॥
সংবিবিচ্য ততো রাজা তেভ্য আজ্ঞামিমাং দদৌ।
নীচসেবি-নাপিতা যে নীচযাজি-দ্বিজাতয়ঃ।
অযাজ্যা পতিতাস্তে চ তেষাং শুদ্ধির্ন জায়তে।

প্রচারিত হইল, যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য যে কোন জাতির গলদেশে মালা না থাকিবে, তাহারা যবন বলিয়া পরিগণিত হইবে।[৩০] অনন্তর যোগীরা রাজা কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া (অনেকেই তাঁহার রাজ্য হইতে) পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা গুপ্তভাবে অতিকষ্টে তথায় বাস করিতে লাগিল।[৩১] আর কতকগুলি যোগী যোগপট্ট প্রভৃতি জাতিচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসায় পরিহারপূর্ব্বক নানাবিধ জীবিকার উপায় অবলম্বন করিল; এবং অন্নাভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নীচজাতির মত হইয়া গেল।[৩২] অনন্তর কৈবর্ত্তদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ এবং নাপিতেরা তাহাদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য রাজাকে জানাইল।[৩৩] তাহাতে রাজা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন যে, "যে সকল নাপিত নীচ জাতির সেবা (ক্ষৌরাদি) করিবে, তাহারা যাজনের অনুপযুক্ত হইবে; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ নীচ জাতির পৌরোহিত্যাদি করিবে, তাহারা পতিত হইবে; তাহাদিগের (কখনও) শুদ্ধি হইবে না; কারণ, (নীচ

দানাদিগ্রহণাদ্ধেতোস্তেষাং পাতিত্যনিশ্চিতম্ ॥৩৪।৩৫॥
যুগ্মকম্।
সৎসেবি-নাপিতা যে তু সংযাজ্যা সদ্দ্বিজাতিভিঃ।
তেষাং দানাদিগ্রহণাৎ পাতিত্যং নৈব যাস্যতি ॥ ৩৬ ॥
সেবায়াং নাপিতঃ শ্রেষ্ঠস্তথা সংস্কারকর্ম্মসু।
গোপনাপিতানাং কার্য্যে দেহাশৌচং ন মন্যতে ॥ ৩৭ ॥

অথ সর্ব্বজাতীনামুৎপত্তির্লিখ্যতে।

উৎপত্তির্ব্রাহ্মণাদীনাং গোত্রাচারো হি কথ্যতে।
ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং সঙ্করজাতীনান্ততঃ ॥ ৩৮ ॥
ব্রাহ্মণো মুখদেশাচ্চ বাহুদেশাচ্চ ক্ষত্রিয়াঃ।
ঊরুদেশাত্তু বৈশ্যাশ্চ পাদাচ্ছূদ্রাস্তু ব্রহ্মণঃ।
পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ।
দক্ষনেত্রাত্তথাত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রতুঃ স্বয়ম্।

জাতির) দানপ্রভৃতি গ্রহণহেতু তাহাদের পাতিত্যদোষ স্থির (থাকিবে)।৩৪।৩৫ কিন্তু যে সকল নাপিত সজ্জাতির সেবা করিবে, সুব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের পৌরোহিত্যাদি করিতে পারিবেন; এবং তাহাদিগের দান প্রভৃতি গ্রহণ করিলে পাতিত্য হইবে না।৩৬ নাপিত জাতি সেবা-বিষয়ে এবং (বিবাহাদি) সংস্কার কার্য্যে শ্রেষ্ঠ (বলিয়া গণ্য)। গোপ এবং নাপিতদিগের দ্বারা কার্য্য করাইতে হইলে তাহাদিগের দেহাশৌচ স্বীকার করা যায় না।৩৭

অনন্তর সকল জাতির উৎপত্তির বিষয় লেখা যাইতেছে।—(প্রথমে) ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি, গোত্র এবং আচারের বিষয় বলা যাইতেছে; পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং সঙ্কর জাতির বিষয় (বলা যাইবে)।৩৮ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র,৩৯ দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ চক্ষু হইতে অত্রি, বাম চক্ষু

অরণির্নাসিকারন্ধ্রাদ্দক্ষো দক্ষিণপার্শ্বতঃ।
ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জাতো নাভেঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
বক্ষসশ্চৈব বোঢ়ুশ্চ কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ॥
মরীচিঃ স্কন্ধদেশাচ্চৈবাপান্তরতমো গলাৎ।
বশিষ্ঠো রসনাদেশাৎ প্রচেতাশ্চাধরোষ্ঠতঃ।
হংসশ্চ বামকুক্ষেশ্চ দক্ষকুক্ষের্যতিঃ স্বয়ম্।
রুদ্রা একাদশ চৈব ললাটাৎ ক্রোধসম্ভবাঃ।
বহবো রুদ্রজাঃ সর্ব্বে যোগধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৩৯-৪৪॥

কুলকম্॥

মরীচের্মনসো জাতঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
অত্রের্নেত্রমলাচ্চন্দ্রঃ ক্ষীরোদসাগরোত্থিতঃ॥ ৪৫॥
প্রচেতসোঽপি মনসো মহর্ষির্গোতমঃ স্বয়ম্।
পুলস্ত্যমানসঃ পুত্রো মৈত্রো বরুণ এব চ॥ ৪৬॥

হইতে স্বয়ং ক্রতু,[৮০] নাসিকারন্ধ্র হইতে অরণি, দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষ, ছায়া হইতে কর্দ্দম, নাভি হইতে পঞ্চশিখ,[৮১] বক্ষঃস্থল হইতে বোঢ়ু, কণ্ঠ হইতে নারদ, স্কন্ধ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে অপান্তরতম,[৮২] জিহ্বা হইতে বশিষ্ঠ, অধর ও ওষ্ঠ হইতে প্রচেতাঃ, বাম কুক্ষি (তলপেটের বাম দিক্) হইতে হংস, দক্ষিণ কুক্ষি (তলপেটের দক্ষিণ দিক্) হইতে স্বয়ং যতি[৮৩] এবং ক্রোধ হেতু ললাট হইতে একাদশ রুদ্র, উৎপন্ন হইয়াছেন; এই রুদ্রদিগের অনেকগুলি সন্তান জন্মে, তাঁহারা সকলেই যোগকার্য্যে নিরত হন।[৮৪] মরীচির মন হইতে প্রজাপতি কশ্যপ উৎপন্ন হন; এবং চন্দ্র অত্রির চক্ষুর মল (অশ্রু) হইতে জন্মিয়া পরে ক্ষীরোদ সাগর হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন।[৮৫] প্রচেতারও মন হইতে স্বয়ং মহর্ষি গোতম (উৎপন্ন হন); এবং পুলস্ত্যের মন হইতে মৈত্র ও বরুণ (নামে দুই পুত্র জন্মেন)। [illegible] শতরূপার গর্ভে মনুর

মনোশ্চ শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাঃ প্রজজ্ঞিরে।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিস্তাঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ দ্বৌ পুত্রৌ চ ততঃ পরম্।
উত্তানপাদতনয়ো ধ্রুবঃ পরমবৈষ্ণবঃ ॥ ৪৮ ॥
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদ্দক্ষায় চ প্রসূতিকাম্।
দেবহূতিং কর্দ্দমায় যৎপুত্রঃ কপিলঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৯ ॥
দক্ষস্য ষষ্টিকন্যাশ্চ প্রসূত্যাস্তু প্রজজ্ঞিরে।
অষ্টৌ ধর্ম্মায় প্রদদৌ রুদ্রায়ৈকাদশ ততঃ।
শিবায়ৈকাং সতীনাম্নীং কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতিকন্যাশ্চ দক্ষশ্চন্দ্রায় দত্তবান্ ॥৫০।৫১॥যুগ্মকম্।
শৃণু নামানি রুদ্রাণাং তেষাং স্ত্রীণাং যথাক্রমম্।
মহান্ মহাত্মা মতিমান্ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ।
ঋতুধ্বজ ঊর্দ্ধকেশঃ পিঙ্গলাক্ষো রুচিঃ শুচিঃ।

আকৃতি, দেবহুতি এবং প্রসূতি নামে তিনটী কন্যা জন্মিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই পতিপরায়ণা ছিলেন।[৪৭] তাহার পর (মনুর) প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিলেন; এবং উত্তানপাদের ধ্রুব নামে অতিশয় বিষ্ণু-ভক্ত পুত্র ছিলেন।[৪৮] (মনু) রুচিকে আকুতি, দক্ষকে প্রসূতি, এবং কর্দ্দমকে দেবহুতি (নামক দুহিতা) সম্প্রদান করিয়াছিলেন; এবং দেবহুতির পুত্র স্বয়ং কপিল (অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)।[৪৯] প্রসূতির গর্ভে দক্ষের ৬০ কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে ধর্ম্মকে ৮টী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন; পরে রুদ্রদিগকে ১১টী, শিবকে সতীনামে ১টী, কশ্যপকে ১৩টী, এবং চন্দ্রকে ২৭টী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।[৫০-৫১] রুদ্রগণ এবং তাঁহাদিগের স্ত্রী সকলের নামগুলি যথাক্রমে শ্রবণ কর;—মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর,[৫২] ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশ,

কালাগ্নিশ্চেতি, পত্নীনান্তেষাং নাম হি লিখ্যতে ॥৫২।৫৩॥
যুগ্মকম্।

সূর্য্যবতী প্রমোচা চ ভূষণা কলহপ্রিয়া।
কন্দলী ভীষণা রাস্না কাষ্ঠা কালী কলা শুকী ॥ ৫৪ ॥

অথ পুরাণান্তরোক্তরুদ্রনামানি অত্রৈব লিখ্যন্তে।

অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ।
জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ(১) ॥ ৫৫ ॥
রুদ্রজা যোগিনঃ সর্ব্বে তেষাং ভেদো হি লিখ্যতে।
কণ্ফট্ অওঘড় মচ্ছেন্দ্রা শারঙ্গীহারকানিপাঃ।

পিঙ্গলাক্ষ, রুচি, শুচি, ও কালাগ্নি; এক্ষণে তাঁহাদের পত্নীগণের নামগুলি লিখিত হইতেছে৫৩—সূর্য্যবতী*, প্রমোচা, ভূষণা, কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, রাস্না, কাষ্ঠা, কালী†, কলা, ও শুকী।৫৪ অনন্তর অন্য পুরাণে উল্লিখিত রুদ্রগণের নামগুলি এই স্থলেই লেখা যাইতেছে।—অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র, ও হর—এই কয়েক জন রুদ্র বলিয়া খ্যাত।৫৫

যোগিগণ সকলেই রুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ লিখিত হইতেছে।—কণ্ফট্, অওঘড়্, মচ্ছেন্দ্র, শারঙ্গীহার, কানিপা,৫৬ ভুরীহার,

---

(১) এষ শ্লোকো মূলগ্রন্থে ন দৃশ্যতে।

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহাঁর নাম কলাবতী লিখিত আছে।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহাঁর নাম কালিকা লিখিত আছে।

ভুরীহারাঘোরপন্থী সংযোগী চ ভর্ত্তৃহরিঃ।
যোগিনাং সম্প্রদায়াহি চরন্তি ভারতে তথা॥৫৬।৫৭॥যুগ্মকম্।
রুদ্রাণাং বহবঃ পুত্রাঃ শিবগোত্রাশ্চ পার্ষদাঃ।
বিস্তরেণ পুরাণে তু বর্ণিতাস্তে যথাক্রমম্ ॥ ৫৮ ॥
মহারুদ্রাৎ সূর্য্যবত্যাং বিন্দুনাথো বভূব হ।

অঘোরপন্থী, সংযোগী* ও ভর্ত্তৃহরি—যোগিজাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছেন।৫৭ রুদ্রদিগের অনেকগুলি পুত্র ও অনুচর ছিলেন; (তাঁহারা সকলেই) শিবগোত্রীয়; † তাঁহাদিগের বিষয় পুরাণে যথাক্রমে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।৫৮ মহান্ রুদ্রের ঔরসে সূর্য্যবতীর গর্ভে বিন্দুনাথ‡ জন্মগ্রহণ করিয়া-

---

* ইহাঁদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপাল, দেরাদুন, বঙ্গর, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে ইহাঁরা অধিকাংশ বাস করিয়া থাকেন, বঙ্গদেশ ব্যতীত উক্ত কয়েক স্থানের যোগীরা পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমে যজ্ঞসূত্র, যোগপট্ট ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ, গৈরিক বস্ত্র পরিধান ও ললাটে রক্ত চন্দন লেপন করিয়া থাকেন এবং গুরুর ন্যায় সর্ব্বস্থানে পূজনীয় হইয়া আসিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশীয় যোগীরা বল্লালের অন্যায় শাসনে অগত্যা যজ্ঞসূত্রাদি ত্যাগ করিয়া আচার ব্যবহারে নীচজাতির ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন (পুনরায় ইহাঁরা ক্রমশঃ যজ্ঞসূত্রাদি গ্রহণ করিতে-ছেন, ইহার বিশেষ বিবরণ এই পুস্তকের ভূমিকার টীকায় দ্রষ্টব্য): কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও ইহাঁরা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণবৎ দশরাত্রাশৌচ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে অন্নের পিণ্ড, সামবেদোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান, স্বয়ং চণ্ডীপাঠ, শিবপূজা এবং শালগ্রাম শিলা স্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও দেব দেবীকে অন্নের ভোগাদি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে ইহাঁরা রাজসংসারে চাকরি, চিকিৎসা ও ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

† যোগীমাত্রেরই 'শিব' গোত্র অথবা 'অনাদি' গোত্র এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগীদিগের স্ত্রীমাত্রেরই 'কাশ্যপ' গোত্র। শিব অথবা অনাদি গোত্রে প্রবর ৫টী—শিব, শম্ভু, সরজ, ভূধর, আগ্নবৎ; কাশ্যপগোত্রে প্রবর ৩টী—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।

‡ ইহাঁর দেহ ত্যাগ করিবার পর তাঁহার পুত্র আগ্নিনাথ (মতান্তরে আদিনাথ) পিতামহ ও মাতামহকে দেহসংস্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে মহাযোগী মহারুদ্র বলিলেন, যোগি-দেহের সমাজ দিতে হইবে, কিন্তু মহামুনি কশ্যপ বলিলেন, তাহা নহে, বিন্দুনাথ সংসার আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার দেহ অগ্নিসংস্কারে সংস্কৃত হইবে। তখন আগ্নিনাথ তাঁহার মাতা কুমারীর অনুমতি লইয়া দেবর্ষি নারদকে আনাইয়া এই সমুদায় বিবরণ

তয়োস্তদ্যোগনাথাচ্চ নাথবংশঃ সুবিস্তৃতঃ ॥ ৫৯ ॥
মীনগোরক্ষাদিসিদ্ধাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিশ্রুতাঃ।
নাথজানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাথান্তং নাম কীর্ত্তিতম্ ॥ ৬০ ॥

ছিলেন *; তাঁহাদিগের (মহান্ ও সূর্য্যবতীর) এবং সেই যোগনাথ (বিন্দুনাথ) হইতে নাথবংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে †।৫৯ মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগসিদ্ধ পুরুষেরা সর্ব্বত্র সকলের পরিচিত; নাথবংশীয় সকল পুরুষেরই নামের শেষে 'নাথ' শব্দ দিয়া তাঁহাদিগের নাম বলা যায়।৬০ (যোগী)

জ্ঞাত করান; তাহাতে তিনি, মহারুদ্র ও কশ্যপ উভয়ের মান রাখিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন, যে, মৃতদেহ প্রথমে মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নি করিবে, তাহার পর তাহার সমাজ হইবে। তদবধি নারদ গোস্বামীর ব্যবস্থাই যোগীদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভে, তদভাবে শ্মশানে ও শিবালয়ের মধ্যে সমাজ দেওয়া হইত; এক্ষণে ইংরাজের রাজ্যে গঙ্গার গর্ভে সমাজ দেওয়া রহিত হওয়ায় অধিকাংশ স্থলেই কশ্যপ মুনির ব্যবস্থাই চলিতেছে, অর্থাৎ, মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নির পর দেহ ভস্ম করা হয়।

* চন্দ্রাদিত্যপরমাগমের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, সূর্য্যবংশীয় সুধন্ব রাজার কন্যা সূর্য্যবতী মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার, এবং তদীয় ঔরসে পুত্রলাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন। তাহাতে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তদীয় সমীপবর্ত্তিনী নর্ম্মদা নদীর তটে একটী পদ্মপত্রোপরি বিন্দুপরিমাণ নিজ শক্তি স্থাপন করেন। দৈবাৎ সূর্য্যবতীর পিপাসা হওয়াতে তিনি ঐ পদ্মপত্রপুটে নদীর জল পান করেন। তাহাতে গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারই নাম যোগনাথ। মহাদেবের শক্তিবিন্দু হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তিনি বিন্দুনাথ বলিয়াও বিখ্যাত হন। স্বয়ং মহাদেব, আচার্য্য ও গুরু হইয়া তাঁহাকে উপনয়নাদি সংস্কার প্রদানপূর্ব্বক নিগম, আগম ও যোগ প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা প্রদান করেন; তদ্দ্বারা ইনি সিদ্ধ হন।

† উপরিলিখিত বিন্দুনাথ কশ্যপ ঋষির সুরভি (আগম-সংহিতার মতে কৃষ্ণা) নাম্নী দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তদীয় গর্ভে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, সচেতননাথ, কপিলনাথ, নায়কনাথ, গিরিনাথ, পুরীনাথ, ভারতীনাথ, শৈলনাথ, নাগনাথ, সরস্বতীনাথ, রামানন্দিনাথ, জ্ঞানানন্দিনাথ, সুকুমারনাথ ও অচ্যুতনাথ—এই ১৬ পুত্র উৎপাদন করেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ৬ জন গৃহবাসী ও শেষোক্ত ১০ জন 'সন্ন্যাসী' হন। ইঁহারাই নাথবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। যোগনাথের (বিন্দুনাথের) ঔরসজাত বলিয়া ইঁহাদিগের 'যোগী' নাম হয়। ইঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে ভ্রষ্টাচার দেখিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

শ্রীআদিনাথ মৎস্যেন্দ্র সারদানন্দ ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী মীন গোরক্ষ বিরূপাক্ষ বিলেশয়াঃ।
মন্থানভৈরবো যোগী সিদ্ধবোধশ্চ কন্থড়ী।
কোরণ্ডকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটী।
কর্ণেরিঃ পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ।
কাপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরো ময়ঃ(১)।

আদিনাথ,* মৎস্যেন্দ্রনাথ,† সারদানন্দ, ভৈরব,‡ চৌরঙ্গী,§ মীননাথ, গোরক্ষনাথ,¶ বিরূপাক্ষ, বিলেশয়,** মন্থানভৈরব, সিদ্ধবোধ,|| কন্থড়ী, কোরণ্ডক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী,** কর্ণেরি,** পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালী,††

---

(১) কাকচণ্ডীশ্বরাহ্বয় ইতি পাঠান্তরম্।

* আদিনাথ স্বয়ং মহাদেব। ইহাঁ হইতেই নাথবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। বিন্দুনাথের এক পুত্রের নামও আদিনাথ (মতান্তরে আগ্নিনাথ)।

† মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে মৎস্যরূপী ছিলেন, আদিনাথকর্ত্তৃক পার্ব্বতীর নিকট বর্ণিত যোগোপদেশ শুনিয়া স্থিরভাবে থাকাতে আদিনাথ তাঁহাকে জল দ্বারা প্রোক্ষিত করেন। তাহাতেই তিনি দিব্যকায় লাভ করেন এবং সিদ্ধ হন।

‡ গ্রন্থান্তরে শাবর ও আনন্দভৈরব এইরূপ পাঠভেদ ও পদচ্ছেদ দেখা যায়।

§ চৌরঙ্গী প্রথমে হস্তপাদহীন ছিলেন, পরে মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপায় হস্ত ও পদ প্রাপ্ত এবং সিদ্ধ হন।

¶ গুরু গোরক্ষনাথ আদিনাথের পৌত্র এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বস্তুতঃ শিষ্য বলিয়াই বোধ হয়। ইনি হঠযোগবিষয়ে চারিটি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

|| মতান্তরে সিদ্ধি ও বুদ্ধ নামে দুইজন সিদ্ধ পুরুষ।

** মতান্তরে কানেরী।

†† মতান্তরে কপালী।

অক্ষয়ঃ প্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচূলী চ টিণ্টিনী।
ভল্লটির্নাগবোধশ্চ খণ্ডঃ কাপালিকস্তথা।
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগপ্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি তে ॥ ৬১-৬৫ ॥

কুলকম্।

ততো ব্রাহ্মণজাতীনাং পঞ্চগোত্রং নিগদ্যতে।
পুরোহিতস্য গোত্রেণ কায়স্থা গোত্রতাং গতাঃ ॥ ৬৬ ॥
পুলহস্য সুতো বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ সুতঃ।
সাবর্ণির্গৌতমাজ্জজ্ঞে মুনিপ্রবর এব সঃ।
কাশ্যপঃ কশ্যপাজ্জাতো ভরদ্বাজো বৃহস্পতেঃ।

বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়,* অক্ষয়,† প্রভুদেব, ঘোড়াচূলী,‡ টিণ্টিনী, ভল্লট,§ নাগবোধ,¶ খণ্ড, কাপালিক—এই সকল ব্যক্তি হঠযোগ‖ বলে বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হইয়া যমদণ্ড খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন।

(অনন্তর) ব্রাহ্মণজাতির পাঁচটী গোত্র উল্লিখিত হইতেছে।—কায়স্থেরা তাঁহাদিগের পুরোহিতগণের গোত্রানুসারে গোত্রনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাৎস্য পুলহের পুত্র ও শাণ্ডিল্য রুচির পুত্র; মুনিশ্রেষ্ঠ সাবর্ণি গোতম হইতে জন্মিয়াছেন; কশ্যপ হইতে কাশ্যপ, বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ; ইহাঁদিগের

---

* কেহ কেহ ময় নামক কোন সিদ্ধ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

† মতান্তরে অল্লাস। ‡ মতান্তরে ঘোড়াচোলী।

§ মতান্তরে ভালুকী। ¶ মতান্তরে নারদেব।

‖ প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ার অভ্যাসদ্বারা চিত্তবৃত্তি-নিরোধপূর্ব্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করাকে হঠযোগ বলে। হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রক্রিয়া সকল সবিস্তর লিখিত আছে।

ৰভূবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরা ভবে ॥ ৬৭।৬৮ ॥
যুগ্মকম্।

দ্বিজাতীনাঞ্চ শূদ্রাণাং নারীণাং জারহেতুনা।
ততঃ সঙ্করজাতেন ৰভূবুর্ব্বর্ণসঙ্করাঃ ॥ ৬৯ ॥
গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
তাম্বূলিস্বর্ণকারৌ চ তথা ৰণিকজাতয়ঃ।
কলাবেতানি সৎশূদ্রাঃ পুরাণে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭০ ॥
(শূদ্রাবিশোস্তু কায়স্থোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ।)
নিস্তেজসঃ কলৌ ক্ষত্রা ছেত্রীনাম্নৈব কীর্ত্তিতাঃ।
অনাচারাত্তু বৈশ্যা যে ৰণিজঃ শূদ্রবৎ কলৌ ॥ ৭১ ॥

প্রবরেরা (সন্তানেরা) সংসারে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।[৬৮] অনন্তর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয়া নারীদিগের (বিভিন্নজাতীয়) উপপতি হইতে নানা সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়া বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইল।[৬৯] গোপ (সদ্গোপ), নাপিত, ভিল্ল (ভিল), মোদক (ময়রা), কূবর, তাম্বূলী (তাম্‌লী), স্বর্ণকার এবং বণিক্ জাতি—ইহারা কলিযুগে সৎশূদ্র বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।[৭০] বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে কায়স্থ, এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; আর কলিযুগে তেজোহীন ক্ষত্রিয়েরা ছেত্রী* বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং যে বণিকেরা (পূর্ব্বে) বৈশ্য ছিল, তাহারা আচারভ্রষ্ট হওয়াতে (এক্ষণে) শূদ্রের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।[৭১] ঘৃতাচী নামক অপ্স-

* মতান্তরে—যখন ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন, তখন ক্ষত্রিয় পুরুষের অভাবে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়া স্ত্রীদিগের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। এই সকল সন্তানেরাই পরে ছেত্রী নামে বিখ্যাত হন।

ঘৃতাচী-বিশ্বকর্ম্মণোর্নব পুত্রাশ্চ শিল্পিনঃ।
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ ॥ ৭২ ॥
সূত্রধারশ্চিত্রকারঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যাস্তেন হেতুনা ॥ ৭৩ ॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণানাং সুনিশ্চিতম্।
বভূব পতিতস্ত্যাজ্যো ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা ॥ ৭৪ ॥

দ্রার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে নয়টী শিল্পী (কারিকর) পুত্র জন্মে;* তন্মধ্যে মালাকার (মালী), কর্ম্মকার (কামার), শঙ্খকার (শাঁখারী), কুবিন্দ (তন্তুবায়), কুম্ভকার (কুমার), ও কংসকার (কাঁসারী)—এই ছয়জন শিল্পীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (বলিয়া পরিগণিত)।[৭২] সূত্রধার (ছুতার), চিত্রকার (পটুয়া) এবং স্বর্ণকার (সেকরা)—ইহারা ব্রহ্মশাপ হেতু পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য যাজনের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।[৭৩] স্বর্ণকার ব্রাহ্মণদিগের স্বর্ণ চুরি করাতেই নিশ্চয় ব্রহ্মশাপে পতিত ও পরিত্যাজ্য হইয়াছে।[৭৪] সূত্রধার শীঘ্র যজ্ঞকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া দেয়

---

* একদা ঘৃতাচীনাম্নী স্বর্গের কোন অপ্সরা কামদেবের নিকট অভিসারে গমন করিতেছেন, এমন সময় দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সহিত সম্ভোগ প্রার্থনা করেন। তাহাতে ঘৃতাচী অসম্মত হওয়ায় বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে "পৃথিবীতে শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। ঘৃতাচীও তাঁহাকে "আপনাকেও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে" বলিয়া প্রতিশাপ দেন। তাহাতে ঘৃতাচী গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুকাল তপস্যা করেন। বিশ্বকর্ম্মাও ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া দৈবাৎ একদিন গঙ্গাতীরে ঘৃতাচীকে তপস্যা করিতে দেখেন। উভয়েই জাতিস্মর হওয়াতে বিশ্বকর্ম্মা পুনর্ব্বার ঘৃতাচীর নিকট সম্ভোগ প্রার্থনা করেন। সে বারেও ঘৃতাচী অসম্মত হওয়াতে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মলয়াচলে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া সম্ভোগ করেন। তাহাতেই ঘৃতাচী ক্রমান্বয়ে তদৌরসে যে নয়টী পুত্র প্রসব করেন, তাঁহারাই শিল্পী হন।

সূত্রধারো দ্বিজানান্তু শাপেন পতিতো যতঃ।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ, তেন হেতুনা।
ব্রাহ্মণানাং চিত্রদোষাৎ পতিতশ্চিত্রকারকঃ॥ ৭৫॥
তে গন্ধবণিজো নানাপণ্যানাং ব্যবসায়িনঃ।
সুবর্ণবিক্রয়িণস্তু সুবর্ণবণিজঃ স্মৃতাঃ॥ ৭৬॥
তৎ কোঽপি পতিতঃ সঙ্গাৎ কোঽপি আচারবর্জ্জিতঃ।
রাজকোপাৎ কোঽপি গৌড়ে, যথা গৌড়ে চ যোগিনঃ॥ ৭৭॥
কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ॥ ৭৮॥
অট্টালিকাকারবীর্য্যাৎ কুম্ভকারস্য যোষিতি। (১)
বভূব কোটকঃ সদ্যঃ পতিতো গৃহকারকঃ॥ ৭৯॥

নাই, এইজন্য ব্রাহ্মণদিগের শাপে পতিত হইয়াছে। চিত্রকারও ব্রাহ্মণদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিল বলিয়া সেই অপরাধে পতিত হইয়াছে।[৭৫] যাহারা নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের (মশলাদির) ব্যবসায় করে, তাহারা গন্ধবণিক্, এবং যাহারা সুবর্ণ বিক্রয় করে, তাহারা সুবর্ণবণিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ।[৭৬] এইরূপে কেহ সঙ্গদোষে; কেহ সদাচারভ্রষ্ট হওয়াতে, আর কেহ বা রাজার কোপে পড়িয়া গৌড়দেশে পতিত হইয়াছে, যেমন যোগিজাতি গৌড়ে পতিত হইয়াছিল।[৭৭]

অসতী শূদ্রার গর্ভে চিত্রকারের ঔরসে অট্টালিকাকার (রাজমিস্ত্রী) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; এই জাতি (পিতার) উপপতিত্ব দোষ প্রযুক্ত পতিত হইয়াছে।[৭৮] কুম্ভকারজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে অট্টালিকাকারের ঔরসে কোটক (ঘরামী) জাতির উৎপত্তি হয়; ইহারাও পতিত এবং গৃহনির্ম্মাণ ব্যবসায় করিয়া থাকে।[৭৯]

(১) ইতঃ পরং পাঠদ্বয়ং মূলগ্রন্থে ন দৃশ্যতে।

কুম্ভকারস্য বীর্য্যেণ সদ্যঃ কোটকযোষিতি।
বভূব তৈলকারশ্চ পতিতঃ কুটিলঃ সদা ॥ ৮০ ॥
ততঃ ক্ষত্রিয়বীর্য্যেণ তৈলকারস্য(১) যোষিতি।
বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ ॥ ৮১ ॥
তীবরস্য তু বীর্য্যেণ তৈলকারস্য যোষিতি।
বভূব পতিতো দস্যুর্লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮২ ॥
লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস ষড়্নরান্।
মালং মল্লং মাতবঞ্চ ভড়ং কোলং কলন্দরম্ ॥ ৮৩ ॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যো বভূব চণ্ডালঃ সর্ব্বস্মাদধমোঽশুচিঃ।
উদ্ধতো নির্দ্দয়শ্চৈব জল্লাদো ঘাতকর্ম্মকৃৎ।

কুম্ভকারের ঔরসে কোটকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তৈলকার (কলু) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ; সর্ব্বদা কুটিল হওয়াতে ইহারা পতিত হইয়াছে।[৮০] অনন্তর তৈলকারজাতীয়া (অথবা রাজপুত্রজাতীয়া) স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে তীবর (তেওর) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ; ইহারাও (পিতার) উপপতিত্ব দোষ হেতু পতিত হইয়াছে।[৮১] তৈলকার-স্ত্রীর গর্ভে তীবরের ঔরসে জাত পুত্র লেট নামে বিখ্যাত ; ইহারা দস্যু হওয়াতে পতিত হইয়াছে। [৮২] লেটজাতীয় পুরুষ তীবর-কন্যার গর্ভে মাল, মল্ল, মাতব, ভড়, কোল ও কলন্দর নামে ছয়টী পুত্র উৎপন্ন করিয়াছে।[৮৩] শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল (চাঁড়াল) জাতি উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহারা (পিতার) উপপতিত্ব দোষে পতিত, অপবিত্র, সকল জাতির অধম,[৮৪] উদ্ধত, নিষ্ঠুর, ও জল্লাদ (অসি, শূল, বা ফাঁসি দ্বারা বধ্য ব্যক্তির)

---

(১) রাজপুত্রস্য ইতি পাঠান্তরম্।

অশৌচং মাতৃসম্পর্কাৎ দশরাত্রং সমাচরেৎ ॥ ৮৪।৮৫ ॥
যুগ্মকম্।

তীবরেণ চ চণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূব হ।
চর্ম্মকারাচ্চ চণ্ডাল্যাং মাংসচ্ছেদোঽপ্যজায়ত ॥ ৮৬ ॥
মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কোচস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্তাৎ কর্ত্তারঃ (১) পরিভাষিতঃ ॥ ৮৭ ॥
সদ্যশ্চণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ তত্র চ।
বভূবতুর্দ্বৌ পুত্রৌ তু দুষ্টৌ হড্ডিডম্মৌ তথা ॥ ৮৮ ॥
ক্রমেণ হড্ডিকন্যায়াং সদ্যশ্চণ্ডালবীর্য্যতঃ।
বভূবুঃ পঞ্চ পুত্রাশ্চ দুষ্টা বনচরাশ্চ তে ॥ ৮৯ ॥

(বধকারী)। ইহারা মাতার সম্পর্কে (ব্রাহ্মণীত্ব হেতু) দশ রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে।[৮৫] তীবরের ঔরসে চণ্ডালীর গর্ভে চর্ম্মকার (মুচি, চামার) উৎপন্ন হইয়াছে; এবং চর্ম্মকারের ঔরসে চণ্ডালীর গর্ভে মাংসচ্ছেদ (কসাই) জাতি জন্মিয়াছে।[৮৬] তীবরের ঔরসে মাংসচ্ছেদ-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোচের* উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে; এবং কোচস্ত্রীর গর্ভে (ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত) কৈবর্ত্তের ঔরসে 'কর্ত্তারেরা† জন্ম কথিত হইয়াছে।[৮৭] লেটের ঔরসে চণ্ডাল-কন্যার গর্ভে হড্ডি (হাড়ি) ও ডম্ম (ডোম) নামক দুইটী দুষ্টস্বভাব পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।[৮৮] চণ্ডালের ঔরসে হড্ডিকন্যার গর্ভে ক্রমশঃ পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; তাহারা দুঃশীল এবং বনচর নামে বিখ্যাত।[৮৯] লেটের ঔরসে

---

(১) কাণ্ডার ইতি বা পাঠঃ।

* কেহ কেহ ইহাকে "কোঁচ" এইরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

† মতান্তরে [illegible]।

লেটাত্তীবরকন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ নিশ্চিতম্।
ব্বভূব সদ্যো যো বালো(১) গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯০ ॥
গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
ব্বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯১ ॥
ব্রহ্মপুত্রকূলে যুঙ্গী বসতি বাদ্যকারকঃ।
সংস্কারবিহীনশ্চৈব শৌচাচারবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯২ ॥

তীবর কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, গঙ্গাতীরে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাকে গঙ্গাপুত্র (জাবাল) বলা যায়।[৯০] বেশধারীর (নটের*) ঔরসে গঙ্গাপুত্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র হয়, সেও বেশধারী,† এবং যুঙ্গী নামে কথিত হইয়া থাকে।[৯১] যুঙ্গী জাতি ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বাস করিয়া থাকে; ইহারা বাদ্য ব্যবসায় করিয়া (জীবিকা নির্ব্বাহ করে), এবং সংস্কার ও পবিত্রাচার বিহীন।[৯২] বৈশ্যের ঔরসে তীবর-

---

(১) জাবাল ইতি পাঠান্তরম্। তন্মতে গঙ্গাপুত্রস্য নামান্তরং জাবালঃ।

* নটের উৎপত্তিপ্রকার এইরূপ—মালাকার ও কর্ম্মকারকন্যার সংযোগে পট্টীকার; কুম্ভকার ও পট্টীকারকন্যার সংযোগে কুবেরী; কুবেরী ও পট্টীকারকন্যার সংযোগে নাপিত; এবং নাপিত ও কুবেরিণীকন্যার সংযোগে সরাক জাতির উৎপত্তি হয়। আবার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যার সংযোগে কৈবর্ত্ত; ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যার সংযোগে অম্বষ্ঠ; বৈশ্য ও অম্বষ্ঠকন্যার সংযোগে রাজপুত্র; এবং অম্বষ্ঠ ও রাজপুত্রকন্যার সংযোগে গন্ধবণিক্ জাতির উৎপত্তি হয়। পুনশ্চ কৈবর্ত্ত ও গন্ধবণিক্‌কন্যার সংযোগে শৌণ্ডিক; সরাক ও শৌণ্ডিককন্যার সংযোগে রজক, এবং রজক ও শৌণ্ডিককন্যার সংযোগে নট জাতির উৎপত্তি হয়। মতান্তরে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ঔরসে তৎসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে নটের উৎপত্তি হয়।

† বেশধারী শব্দে ছলতপস্বীও বুঝায়। নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক নৃত্য, গীত ও বাদ্য করা এবং সময়ে সময়ে বহুরূপী সাজিয়া ভিক্ষাদি করাও, নটের ব্যবসায়। এইহেতু তাহারা কখন কখন ভণ্ড তপস্বীর বেশও ধারণ করিয়া থাকে, এবং এইজন্যই তাহারা বেশধারী নামে উক্ত হইয়াছে। তাহাদের ঔরসজাত যুঙ্গীজাতিও ঐরূপ বেশ ধারণ করে বলিয়া উহাদিগকেও বেশধারী বলা যায়।

বৈশ্যাত্তীবরকন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূব হ ।
শুণ্ডীযোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চাপ্যজায়ত ॥ ৯৩ ॥
ক্ষত্রাৎ কায়স্থকন্যায়াং(১) রাজপুত্রো বভূব হ ।
রাজপুত্র্যাস্তু কায়স্থা(২)দাগুরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৪ ॥
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতো ভুবি ॥ ৯৫ ॥

অথ পরশুরামসংহিতোক্তজাতিবিশেষাঃ ।

বৈশ্যাদ্‌বৃষলকন্যায়াং বৈদেহিকস্তু জজ্ঞিবান্ ।
বৈশ্যাদম্বষ্ঠকন্যায়াং রাজপুত্রস্য সম্ভবঃ ॥ ৯৬ ॥

কন্যার গর্ভে শুণ্ডী (শুঁড়ী) উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং শুণ্ডিস্ত্রীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে পৌণ্ড্রক (পুঁড়ো) জন্মিয়াছে ।[৯৩] ক্ষত্রিয়ের ঔরসে কায়স্থ (অথবা করণ) কন্যার গর্ভে রাজপুত্র জন্মিয়াছে ; এবং কায়স্থের (অথবা করণের) ঔরসে রাজপুত্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত পুত্র আগুরী নামে কথিত হয় ।[৯৪] ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত জাতি কৈবর্ত্ত বলিয়া কথিত হয় ; ইহারা কলিযুগে তীবর জাতির সংসর্গে পতিত হইয়া ধীবর (নামে খ্যাত) হইয়াছে ।[৯৫]*

অনন্তর পরশুরামসংহিতায় বর্ণিত বিশেষ বিশেষ জাতির (বিবরণ করা যাইতেছে) ।—বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে বৈদেহিক জাতি জন্মিয়াছে ; এবং অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) কন্যার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে রাজপুত্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে ।[৯৬] অম্বষ্ঠের ঔরসে রাজপুত্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে গন্ধবণিক্ উৎপন্ন

(১) করণকন্যায়ামিতি বা পাঠঃ ।

(২) করণাদিতি বা পাঠঃ ।

* অষ্টাশ্বিকাকার জাতি হইতে কৈবর্ত্ত জাতি পর্য্যন্তের বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে ।

অম্বষ্ঠাদ্রাজপুত্র্যাং বৈ গান্ধিকো হি ভবেদ্বণিক্।
লিখনং গন্ধদানঞ্চ তস্য বৃত্তিমকল্পয়ৎ ॥ ৯৭ ॥
গান্ধিকাদ্রাজপুত্র্যাঞ্চ শাঙ্খিকঃ শঙ্খদারকঃ।
শঙ্খং দত্ত্বা মুনিভ্যশ্চ শঙ্খকারো বভূব হ ॥ ৯৮ ॥
রাজপুত্র্যাং শঙ্খকারাত্তাম্রকুট্টো বভূব হ।
তাম্রং কাংস্যং প্রদায়াসৌ তাম্রকুট্টঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৯ ॥
তাম্রকুট্টাচ্ছঙ্খকার্য্যাং মণিকারশ্চ জায়তে।
মণিকারাত্তাম্রকুট্ট্যাং মণিবন্ধোঽভিসংজ্ঞিতঃ ॥ ১০০ ॥
মণিবন্ধান্মণিকার্য্যাং তন্ত্রবায়োঽপি জজ্ঞিবান্।
মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াদ্গোপজাতেস্তু সম্ভবঃ ॥ ১০১ ॥
চণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকস্ত্বক্সারব্যবহারবান্।

হইয়াছে; লিখন এবং গন্ধদ্রব্যদানই তাহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[৯৭] গন্ধবণিকের ঔরসে রাজপুত্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে শঙ্খচ্ছেদক শঙ্খবণিক্ (শাঁখারি) (জন্মিয়াছে); সে মুনিদিগকে শঙ্খদান করিয়া শঙ্খকার (নামে বিখ্যাত) হইয়াছে।[৯৮] শঙ্খকারের ঔরসে রাজপুত্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাম্রকুট্ট (কাঁসারি) উৎপন্ন হইয়াছে; সে (মুনিদিগকে) তাম্র ও কাংস্য প্রদান করিয়া তাম্রকুট্ট নামে কথিত হয়।[৯৯] তাম্রকুট্টের ঔরসে শঙ্খকারজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে মণিকার(মণিবেণে) জন্মিয়াছে; এবং মণিকারের ঔরসে তাম্রকুট্টজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে মণিবন্ধ নামে অভিহিত জাতির উৎপত্তি হয়।[১০০] মণিবন্ধের ঔরসে মণিকারজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তন্ত্রবায় (তাঁতি) জন্মিয়াছে; এবং তন্ত্রবায়ের ঔরসে মণিবন্ধজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে গোপ (গোয়ালা) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।[১০১] চণ্ডালের ঔরসে বৈদেহজাতীয়া (বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত) স্ত্রীর গর্ভে পাণ্ডুসোপাক-নামক জাতি জন্মে, ইহারা বংশের (বাঁশের) বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ)

আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে ॥ ১০২ ॥
চণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্‌।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ ॥ ১০৩ ॥
নিষাদস্ত্রী তু চণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্‌।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্‌ ॥ ১০৪ ॥
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥১০৫।১০৬ ॥
যুগ্মকম্‌।
বৃষলাদ্বৈশ্যকন্যায়াং খণ্ডা তু ভূতবানপি।

করিয়া থাকে ; এবং (ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত) নিষাদ বৈদেহজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে আহিণ্ডিক নামে পুত্র উৎপন্ন করে।১০২ চণ্ডালের ঔরসে পুক্কসীর (নিষাদের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত) গর্ভে সোপাক নামে জাতি উৎপন্ন হয় ; ইহারা পাপাত্মা ও সাধুদিগকর্তৃক নিন্দিত ; জন্মদাতা চণ্ডালের (বধ)-ব্যবসায় করিয়া থাকে।১০৩ চণ্ডালের ঔরসে নিষাদজাতীয়া স্ত্রী অন্ত্যাবসায়ী (মুদ্দফরাশ) নামক পুত্র প্রসব করে ; ইহারা শ্মশানে বাস করে (শবদাহাদি কর্ম্ম করে), এবং নগরের বাহিরে বাসকারী (চণ্ডালাদি) জাতিদিগেরও কর্তৃক নিন্দিত।১০৪ পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস—এই দ্বাদশপ্রকার জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল ; পরে ক্রমশঃ সংস্কারহীন হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণদিগের দর্শন না পাওয়ায় (ক্রিয়াকলাপাদির জন্য) সংসারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।১০৫।১০৬ শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে খণ্ডা(খণ্ডাইত) জাতি উৎপন্ন হয় ; এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতস্য চ সমুদ্ভবঃ ॥ ১০৭ ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রং শাশ্বত এব চ ॥ ১০৮ ॥
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্।
সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরয়োগবে ॥ ১০৯ ॥
মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধুকং সম্প্রসূয়তে।
নৃন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতোঽপ্যরুণোদয়ে ॥ ১১০ ॥
নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
শূদ্রাদয়োগবে ক্ষত্তৃনাম্না তু পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১১ ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।

সূত জন্মিয়াছে।[১০৭] ব্রাত্য (অতিক্রান্তকালে উপনীত) বৈশ্য পুরুষের ঔরসে (তৎসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে) সুধন্বাচার্য্য, (অথবা) কারূষ, বিজন্মা, মৈত্র, (বা) শাশ্বত জাতি উৎপন্ন হয়*।[১০৮] দস্যু (তীবরের ঔরসে শুণ্ডিকন্যার গর্ভজাত) অয়োগবজাতীয়া (শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাতা) স্ত্রীর গর্ভে সৈরিন্ধ্র উৎপন্ন করে; ইহারা কেশবন্ধনাদি-সজ্জাভিজ্ঞ, (উচ্ছিষ্টভক্ষণাদি) দাসকর্ম্মরহিত, অথচ (চরণসেবাদি) দাসকার্য্যোপজীবী, এবং জালদ্বারা মৃগয়াজীবী।[১০৯] বৈদেহ পুরুষ (অয়োগবী স্ত্রীর গর্ভে) মৈত্রেয়ক নামে পুত্র উৎপন্ন করে; সে মধুরভাষী, এবং অরুণোদয়কালে (বিশিষ্ট) মনুষ্যদিগের নিরন্তর প্রশংসা করে ও ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে।[১১০] নিষাদ পুরুষ (অয়োগবী স্ত্রীর গর্ভে) মার্গব নামে সন্তান উৎপাদন করে; ইহারা নৌকাবাহন-কার্য্যোপজীবী দাস (কৈবর্ত্ত) নামে খ্যাত; এবং শূদ্রের ঔরসে অয়োগবী স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্তা নামে খ্যাত জাতি উৎপন্ন হয়।[১১১] ঝল্ল, মল্ল(মাল), নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় (দেশভেদে বিভিন্ন-

* এই সকলগুলিই এক জাতির নাম; দেশভেদে বিভিন্ন হইয়াছে।

নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥ ১১২ ॥
কারাবারো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ ॥ ১১৩ ॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥ ১১৪ ॥
বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১৫ ॥
ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ ॥ ১১৬ ॥
ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।

নামক) এই জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ঔরসে (তৎসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে)।[১১২] নিষাদের ঔরসে (বৈদেহী স্ত্রী) কারাবার নামে চর্ম্মব্যবসায়ী জাতি প্রসব করে; এবং বৈদেহিকের ঔরসে (নিষাদী) অন্ধ্র ও মেদনামক দুইটী পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিয়া থাকে।[১১৩] ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে উগ্রনামে (মতান্তরে আগুরী) জাতি উৎপন্ন হয়; ইহারা (বিবাহিতার গর্ভজাতপ্রযুক্ত) ক্ষত্রিয় ও শূদ্রসম্বন্ধীয় শরীরবিশিষ্ট এবং নিষ্ঠুর আচার ব্যবহারে রত।[১১৪] ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে এবং বৈশ্যের ঔরসে একমাত্র শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে এই যে ছয় সন্তান জন্মে, ইহারা অধম বলিয়া পরিগণিত হয়।[১১৫] ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে সূত (সারথি) নামক জাতি উৎপন্ন হয়; এবং বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মাগধ, ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহ নামে জাতি জন্মে।[১১৬] ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্র-কন্যার গর্ভে আবৃত, এবং অম্বষ্ঠকন্যার গর্ভে আভীর (গোয়ালা), আর

আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামযোগব্যাস্তু ধিগ্বণঃ ॥ ১১৭ ॥
জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যাস্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৮ ॥
ক্ষত্তুর্জ্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীর্ত্ত্যতে।
বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে ॥ ১১৯ ॥
গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎ প্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ।
প্রতিমাগঠকাদেব নাপিত্যাং সূত্রধারকঃ ॥ ১২০ ॥
করণস্ত্রিয়াস্তু মাহিষ্যাদ্রথকারস্য সম্ভবঃ।
সরাক্যাং স্থপতেশ্চাপি স্বর্ণকারস্য সম্ভবঃ ॥ ১২১ ॥
স্বর্ণকারাচ্চ কৈবর্ত্তঃ কুবেরিণ্যাং বভূব হ।

অয়োগবীর গর্ভে ধিগ্বণ নামক জাতি উৎপন্ন হয়।[১১৭] নিষাদের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান পুক্কসজাতীয় হয়; এবং শূদ্রের ঔরসে নিষাদীর গর্ভজাত সন্তান কুক্কুটক বলিয়া খ্যাত।[১১৮] ক্ষত্তাজাতীয় পুরুষের ঔরসে উগ্রার গর্ভজাত জাতিকে শ্বপাক বলা যায়, এবং বৈদেহক পুরুষের ঔরসে অম্বষ্ঠজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান বেণ বলিয়া কথিত হয়।[১১৯] চিত্রকারের ঔরসে গোপালিনীর (গোয়ালিনী) গর্ভে প্রতিমাগঠক নামে জাতি উৎপন্ন হয়, এবং প্রতিমাগঠকের ঔরসে নাপিতজাতীয়া† স্ত্রীর গর্ভে সূত্রধার (ছুতার) জাতি জন্মে।[১২০] মাহিষ্যের (ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত) ঔরসে করণজাতীয়া (বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাতা, মতান্তরে কায়স্থ) স্ত্রীর গর্ভে রথকার জাতির উৎপত্তি হয়; এবং স্থপতির (পট্টকারের ঔরসে মালিনীর গর্ভজাত) ঔরসে সরাকীর (নাপিতের ঔরসে কুবেরিণীর গর্ভজাতা) গর্ভে স্বর্ণকারের জন্ম হয়।[১২১] স্বর্ণকারের ঔরসে কুবেরিণীর (কুম্ভকারের ঔরসে পট্টকারীর গর্ভজাতা) গর্ভে কৈবর্ত্ত

† নাপিতের উৎপত্তিপ্রকার নটের উৎপত্তিবিষয়ক টীকায় (৫২ পৃষ্ঠে) দ্রষ্টব্য।

ততো গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শৌণ্ডিকঃ ॥ ১২২ ॥
শৌণ্ডিক্যাং রজকাজ্জাতো নটো গরুড় এব চ।
গরুড়ান্নটকন্যায়াং শৃঙ্গকারস্য সম্ভবঃ ॥ ১২৩ ॥
গঙ্গাপুত্রাৎ পুণ্ডজীবো নটকন্যাসমুদ্ভবঃ।
পুণ্ডজীবাদ্গণ্ডজীবো রজক্যাঞ্চাস্য সম্ভবঃ ॥ ১২৪ ॥
গণ্ডজীবাদ্ভড়ো জাতো নট্যাঞ্চ স বরাহকঃ (১)।
ভড়াচ্চ চূর্ণকারো বৈ জাদরস্তীবরস্তথা ॥ ১২৫ ॥
গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥ ১২৬ ॥
গোপালাত্তন্ত্রবায্যাং বৈ বারজীবশ্চ জায়তে।

জাতি উৎপন্ন হয়, এবং কৈবর্ত্তের ঔরসে গান্ধিকজাতীয়া (গন্ধবণিক্) স্ত্রীর গর্ভে শৌণ্ডিকের (শুঁড়ী) জন্ম হয়।[১২২] রজকের (সরাকের ঔরসে শৌণ্ডিকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত,* ধোপা) ঔরসে শৌণ্ডিকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে নট ও গরুড় নামে দুই জাতি উৎপন্ন হয়, এবং গরুড়ের ঔরসে নটকন্যার গর্ভে শৃঙ্গকারের উৎপত্তি হয়।[১২৩] গঙ্গাপুত্রের ঔরসে নটকন্যার গর্ভে পুণ্ডজীব জাতির উৎপত্তি হয়, এবং পুণ্ডজীবের ঔরসে রজকীর গর্ভে গণ্ডজীব জাতি জন্মে।[১২৪] গণ্ডজীবের ঔরসে নটীর গর্ভে ভড় জাতির জন্ম হয়, উহাকে বরাহকও বলে ; এবং ভড়ের ঔরসে (বৈশ্যকন্যার গর্ভে) চূর্ণকার (চুণারী), জাদর ও তীবর নামে তিন জাতির উৎপত্তি হয়।[১২৫] গোপ, মালী, তেলী, তাঁতি, মোদক,† বারজী (বারুই), কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও নাপিত—এই নয়টী জাতিকে নবশায়ক বলিয়া থাকে।[১২৬] গোপালের (গোয়ালার) ঔরসে তন্ত্রবায়জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বারজীবের (বারুই)

(১) গণ্ডজীবাদ্বাদ্যপূরো বর্দ্ধক্যাঞ্চাস্য সম্ভবঃ ইতি পাঠান্তরম্‌।

* অথবা তীবরের ঔরসে ধীবরজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত।

† ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত। নিম্নে এই জাতির উৎপত্তির কোন বিবরণ নাই।

পর্ণং দত্ত্বা মুনিভ্যশ্চ বারজীবত্বমীয়িবান্ ॥ ১২৭ ॥
গোপালিন্যাং বারজীবাত্তৈলিকস্য চ সম্ভবঃ।
তৈলিকাদ্বারজীবায়াং কর্ম্মকারো হ্যভূৎ সুতঃ ॥ ১২৮ ॥
তৈলিক্যাং কর্ম্মকারাচ্চ মালাকারস্য সম্ভবঃ।
মালাকারাৎ কর্ম্মকার্য্যাং পট্টীকারোহপ্যভূৎ সুতঃ ॥ ১২৯ ॥
পট্টীকারাচ্চ তৈলিক্যাং কুম্ভকারো বভূব হ।
পট্টীকার্য্যাং কুম্ভকারাৎ কুবেরী জাতকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩০ ॥
কুবেরিণঃ পট্টীকার্য্যাং নাপিতঃ সমজায়ত।
নাপিতাচ্চ কুবেরিণ্যাং সরাকো বৈ ব্যজায়ত ॥ ১৩১ ॥
সরাকান্নাপিতায়াঞ্চ কলিপুত্রস্য সম্ভবঃ।
কলিপুত্রাদ্রাজপুত্র্যাং পট্টকারঃ স্মৃতঃ সুতঃ ॥ ১৩২ ॥

জন্ম হয়; মুনিদিগকে পাণ দিয়া এই জাতি বারজীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।[১২৭] বারজীবের ঔরসে গোপালিনীর গর্ভে তৈলিকের (তেলী) উৎপত্তি হয়, এবং তৈলিকের ঔরসে বারজীবজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কর্ম্মকারজাতীয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।[১২৮] কর্ম্মকারের ঔরসে তৈলিকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে মালাকারের উৎপত্তি হয়; এবং মালাকারের ঔরসে কর্ম্মকারজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে পট্টীকার-জাতীয় পুত্র উৎপন্ন হয়।[১২৯] পট্টীকারের ঔরসে তৈলিকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুম্ভকার উৎপন্ন হয়, এবং কুম্ভকারের ঔরসে পট্টীকারজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুবেরী-জাতীয় পুত্র জন্মে।[১৩০] কুবেরীর ঔরসে পট্টীকারজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে নাপিতের উৎপত্তি হয়; এবং নাপিতের ঔরসে কুবেরিণীর গর্ভে সরাক নামে জাতি জন্মে।[১৩১] সরাকের ঔরসে নাপিতজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কলি-পুত্রের জন্ম হয়; এবং কলিপুত্রের ঔরসে রাজপুত্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে পট্টকার নামে পুত্র উৎপন্ন হয়।[১৩২] পট্টকারের ঔরসে মালিনীর (মালাকারজাতীয়া

পট্টকারাচ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গান্ধিক্যাং চিত্রকারোঽপ্যজায়ত ॥ ১৩৩॥

ইতি পরশুরামসংহিতা।

পুরাণান্তরে।

তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।
রজক্যাং তীবরাচ্চৈব কোয়ালীতি(১) বভূব হ ॥ ১৩৪ ॥
নাপিতাদ্গোপকন্যায়াং সর্ব্বস্বী, তস্য যোষিতি।
ক্ষত্রাদ্বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ ॥ ১৩৫ ॥
তীবরাৎ শুণ্ডিকন্যায়াং বভূবুঃ সপ্ত পুত্রকাঃ।

স্ত্রী) গর্ভে স্থপতি (রাজমিস্ত্রী) উৎপন্ন হয়; এবং স্থপতির ঔরসে গান্ধিকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে চিত্রকার জন্মে।১৩৩

পরশুরামসংহিতা(বর্ণিত জাতিবিবরণ) সমাপ্ত।

(অনন্তর) অন্য (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) পুরাণোক্ত জাতিবিভাগ* (লিখিত হইতেছে)।— ধীবরের (তীবর-সংসর্গে পতিত কৈবর্ত্তের) ঔরসে তীবরজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রজক নামে পুত্র উৎপন্ন হয়; এবং তীবরের ঔরসে রজকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোয়ালী† নামে জাতি জন্মে।১৩৪ নাপিতের ঔরসে গোপকন্যার গর্ভে সর্ব্বস্বী জন্মে; এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সর্ব্বস্বী-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে পশুপক্ষি-ঘাতক (শিকারী) বলবান্ ব্যাধজাতির জন্ম হয়।১৩৫ তীবরের ঔরসে শুণ্ডি-

---

(১) কোদানীতি পাঠান্তরম্।

* কৈবর্ত্ত জাতির বর্ণনার পরেই এই শেষবর্ণিত জাতিগুলি লেখা উচিত ছিল; কিন্তু লিপিকরপ্রমাদবশতঃ মধ্যে পরশুরামসংহিতোক্ত জাতিসমূহের বর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

† মতান্তরে কোদানী।

তে তথা হড্ডিসংসর্গাদ্বভূবুর্দ্দস্যবঃ সদা ॥ ১৩৬ ॥
ব্রাহ্মণ্যামৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
কুৎসিতে চোদরে(১) জাতঃ কূদরস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥১৩৭॥
তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিতো ঋতুদোষতঃ।
ততঃ কোটকসংসর্গাদধমো জগতীতলে ॥ ১৩৮ ॥
ব্রাহ্মণীষু চ জাতানামশৌচং ব্রহ্মবৎ স্মৃতম্‌।
যোগিনাঞ্চ গৃহস্থানামশৌচং দশরাত্রকম্‌ ॥ ১৩৯ ॥
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়ামৃতোঃ প্রথমবাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ।
চকার বাগতীতঞ্চ পিত্রাপি বিনিবারিতঃ।

কন্যার গর্ব্ভে সাতটী পুত্র জন্মে; তাহারা হড্ডিদিগের সংসর্গে সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তি করিত।[১৩৬] ঋষির ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে উহার ঋতুর প্রথম দিনে কূদর জাতির জন্ম হয়; কুৎসিত (ঘৃণিত) উদরে জাত বলিয়া ইহার কূদর (কুরী) নাম হইয়াছে।[১৩৭] ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদিগের (দশ রাত্রি) অশৌচ হয়; কিন্তু তাহারা ঋতুদোষে (মাতার ঋতুকালে জাত বলিয়া) পতিত, এবং পরে কোটকের (অট্টালিকাকারের ঔরসে কুম্ভকারজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভজাত) সংসর্গে পৃথিবীতে অধম হইয়াছে।[১৩৮] যে সকল জাতি ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে জাত, তাহাদিগের ব্রাহ্মণের ন্যায় (দশ রাত্রি) অশৌচ হয়; এবং গৃহস্থ যোগীদিগেরও দশ রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে।[১৩৯] ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে উহার ঋতুর প্রথম দিনে যে পুত্র জন্মে, সে প্রবল দস্যু, বলবান্‌ ও ধনুর্দ্ধর;[১৪০] পিতা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহার বাক্‌ (বচন) অতীত (অতিক্রম) করিয়াছিল, এইজন্য

(১) কুৎসিতশ্চোদরে ইতি পাঠান্তরম্‌।

তেন জাত্যা স পুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৪০।১৪১॥

যুগ্মকম্‌।

ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়ামৃতুদোষেণ পাপতঃ।

বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভূবুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

অবিদ্ধকর্ণাঃ ক্রূরাশ্চ নির্ভয়া রণদুর্জ্জয়াঃ।

শৌচাচারবিহীনাশ্চ অশিখাগ্রা বিধর্ম্মিণঃ ॥ ১৪২।১৪৩ ॥

যুগ্মকম্‌।

ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলজাতির্বভূব হ।

জোলাৎ কুবিন্দকন্যায়াং সরাকঃ(১) পরিকীর্ত্তিতঃ॥১৪৪॥

অজ্ঞানাদ্দৈবচক্রেণ ভ্রাত্রা সহ বিবাহতঃ।

কস্যাশ্চিদ্বিপ্রকন্যায়াস্তৎপুত্রঃ পোদ উচ্যতে ॥ ১৪৫ ॥

কাঁটরা ডমবীর্য্যেণ বভূব পোদযোষিতি।

সঙ্করা জন্মদোষেণ ইত্যাদি বহবঃ কলৌ ॥ ১৪৬ ॥

সেই পুত্র জাতিতে বাগতীত (বাগ্দী) বলিয়া কথিত হইল।[১৪১] ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে ঋতুদোষহেতু পাপে ম্লেচ্ছজাতিগণ উৎপন্ন হয়; তাহারা বলবান্, দুর্দ্দান্ত,[১৪২] নিষ্ঠুর ও নির্ভয়; তাহাদের কর্ণবেধ হয় না, শিখাও নাই; তাহারা যুদ্ধে দুর্জ্জয়, পবিত্রতা ও সদাচার রহিত, এবং (হিন্দুধর্ম্মের) বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী।[১৪৩] ম্লেচ্ছের ঔরসে কুবিন্দ (তন্তুবায়) কন্যার গর্ব্ভে জোল (জোলা) জাতি জন্মে; এবং জোলের ঔরসে কুবিন্দকন্যার গর্ব্ভে সরাক নামে জাতি কথিত হইয়া থাকে।[১৪৪] কোন ব্রাহ্মণকন্যার অজ্ঞানপূর্ব্বক দৈববশে তাহার ভ্রাতার সহিত বিবাহ হওয়াতে তদ্গর্ব্ভজাত পুত্র পোদ বলিয়া কথিত হয়।[১৪৫] ডোমের ঔরসে পোদজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে কাঁটরা জাতির উৎপত্তি হয়;—এইরূপ অনেক জাতি কলিযুগে জন্মদোষে (পিতৃমাতৃদোষে) সঙ্কর হইয়াছে।[১৪৬] অশ্বিনী-

(১) শরাকঃ ইতি পাঠান্তরম্‌।

বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ ॥ ১৪৭ ॥
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
মালধানুকাদ্যাখ্যাভির্বিচরন্তি চ ব্রাজকাঃ ॥ ১৪৮ ॥
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণস্তথা।
ইন্দ্রজালাদিবিদ্যাভিঃ ক্রীড়াকৌশলপারগাঃ ॥ ১৪৯ ॥
সচ্ছূদ্রাণাং যে তু গোপাঃ সদ্গোপা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।
কেচিন্মুষ্কমোষণার্থং গবাঞ্চ পতিতাস্তথা ॥ ১৫০ ॥

কুমারের ঔরসে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে বৈদ্য জন্মে*; এবং বৈদ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে অনেক জাতি জন্মিয়াছে।[১৪৭]—তাহারা গ্রাম্যোচিতগুণবেত্তা, মন্ত্র ও রোগনাশক বৃক্ষাদিতে অভিজ্ঞ, এবং ভ্রমণকারী; মাল, ধানুক ইত্যাদি নামে বিচরণ করিয়া থাকে।[১৪৮] তাহাদিগের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা ব্যালগ্রাহী (সাপুড়ে, বেদে) বলিয়া কথিত হয়; তাহারা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিদ্যাবিৎ এবং নানারূপ ক্রীড়াকৌশল জানে।[১৪৯] সৎশূদ্রদিগের মধ্যে যাহারা গোপজাতীয়, তাহাদিগকে সদ্গোপ (বা চাসাগোয়ালা) বলিয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৃষের মুষ্কচ্ছেদন করাতে পতিত

---

* একদা কোন ব্রাহ্মণপত্নী তীর্থযাত্রায় গমন করিতেছেন, এমন সময়ে এক পুষ্পোদ্যানে অশ্বিনীকুমার তাঁহার নিকট আসিয়া ব্রাহ্মণীর অসম্মতিতে তাঁহাকে বলাৎকার করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইয়া অচিরে সেই উদ্যানেই এক পুত্র প্রসব করেন। পরে সেই পুত্র লইয়া স্বামিসন্নিধানে গমন করিলে ব্রাহ্মণ সমস্ত ব্যাপার জানিয়া তাঁহাকে পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণী তপস্যা দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া গোদাবরী নদীরূপে পরিণত হন, এবং তাঁহার পুত্র অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক নানাবিধ বিদ্যায়, বিশেষতঃ চিকিৎসাশাস্ত্রে, সুশিক্ষিত হইয়া বৈদ্য জাতি বলিয়া বিখ্যাত হন।

সদ্গোপাৎ পতিতো যস্তু সংসর্গাদ্রজকস্ত্রিয়ঃ।
কৃষিরজকনাম্নৈব তথাসৌ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫১॥
ব্রাহ্মণন্য তু তাম্বূল্যাং পুত্রোঽসৌ বারুইঃ স্মৃতঃ।
তাম্বূলব্যবসায়ী চ কলৌ সচ্ছূদ্রবৎ স্মৃতঃ॥ ১৫২॥
গোপস্তু হড্ডিসংসর্গাদ্দোল্যো বাহক উচ্যতে।
বাগতীতস্তু দোল্যায়াঃ সংসর্গাদধমঃ ক্বচিৎ॥ ১৫৩॥
জোলবীর্য্যেণ হড্ডিন্যাং পুত্রোঽসৌ কাননামকঃ।
দোল্যায়াং কানবীর্য্যেণ নিকারী পরিভাষিতঃ॥ ১৫৪॥
কর্ত্তারকস্য বীর্য্যেণ ততশ্চ হড্ডিযোষিতি।
নাড়ীচ্ছেদী সোঽপি পুত্রো ধাত্রীকর্ত্তার ঈরিতঃ॥ ১৫৫॥
বেতনাৎ পতিতো জ্যোতির্গণকো গ্রহবিপ্রকঃ।

হইয়াছে।[১৫০] রজকস্ত্রীর সহিত সংসর্গ করাতে যে সদ্গোপ জাতি হইতে পতিত হইয়াছে, সে কৃষিরজক (চাসাধোপা) নামে কথিত হয়।[১৫১] ব্রাহ্মণের ঔরসে তাম্বলীজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র বারুই বলিয়া কথিত হয়; সে তাম্বূলের ব্যবসায় করে, এবং কলিযুগে সৎশূদ্রের ন্যায় চলিত হইয়াছে।[১৫২] হড্ডি-জাতীয়ার সংসর্গে গোপ দোল্য (দুলিয়া) বাহক (বেহারা) বলিয়া কথিত হয়; এবং দোল্যজাতীয়া স্ত্রীর সংসর্গে বাগতীত জাতিও কোথাও অধম হইয়াছে।[১৫৩] জোলের ঔরসে হড্ডিনীর গর্ব্ভে কাননামে পুত্র জন্মে; এবং কানের ঔরসে দোল্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে নিকারী নামে জাতি কথিত হয়।[১৫৪] (অনন্তর) কর্ত্তারকের (কৈবর্ত্তের ঔরসে কোচজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত) ঔরসে হড্ডি-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে ধাত্রীকর্ত্তার নামে পুত্র কথিত হয়; সে নাড়ীচ্ছেদন করিয়া থাকে।[১৫৫] গ্রহবিপ্র (দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ) জ্যোতিষ গণনা করিয়া বেতন গ্রহণ করাতে পতিত হইয়া গণক জাতি হইয়াছে; এবং লোভী ব্রাহ্মণ

লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রে দানং গৃহীতবান্।
গ্রহণাৎ প্রেতদানানামগ্রদানীতি কীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৬॥
পুরাণবক্তৃসূতস্য বীর্য্যেণ বৈশ্যযোষিতি(১)।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ দূতশ্চ স্তুতিপাঠকঃ॥ ১৫৭॥
ভট্টস্তু নিকারিপত্ন্যাঃ সংসর্গাদধমাধমঃ।
মক্কা-নামোপহাসেন ব্রাহ্মণো ভূমিকর্ষকঃ॥ ১৫৮॥
ইত্যাদি বহবস্তত্র নীচসংসর্গহেতুনা।
কেচিচ্ছঙ্করজাতেন পতিতা জারদোষতঃ॥ ১৫৯॥
ক্রমেণ পতিতাঃ সর্ব্বে কলাবাচারবর্জ্জিতাঃ।
জাতিভেদান্নভেদাভ্যাং বৃত্তিভেদনতস্তথা॥ ১৬০॥

শূদ্রদিগের প্রেতদান (মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে দত্ত বস্তু) অগ্রে গ্রহণ করাতে অগ্রদানী নামে খ্যাত জাতি হইয়াছে।[১৫৬] পুরাণবক্তা সূতের* ঔরসে বৈশ্য† জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ভট্ট (ভাট) নামে জাতি জন্মে; সে বক্তা, এবং দূতের কর্ম্ম ও (ধনীদিগের) স্তুতি পাঠ করিয়া থাকে।[১৫৭] নিকারীজাতীয়া স্ত্রীর সংসর্গে ভট্ট অত্যন্ত অধম হইয়া ব্রাহ্মণ অথচ কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে; উপহাসচ্ছলে সে মক্কা (মকা) নামে কথিত হয়।[১৫৮] এইরূপে নানা জাতি, কেহ নীচের সহিত সংসর্গহেতু, কেহ বা সঙ্করজাত প্রযুক্ত পিতার উপপতিত্বদোষে, পতিত হইয়াছে;[১৫৯] এবং কলিযুগে সদাচারভ্রষ্ট হইয়া বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন খাদ্য এবং বিভিন্ন ব্যবসায় হেতু ক্রমশঃ সকলেই পতিত হইয়াছে।[১৬০]

---

(১) শূদ্রযোষিতীতি মূলগ্রন্থে পাঠঃ। বৈশ্যযোষিতীতি তু সার্ব্বত্রিকঃ পাঠঃ।

* এই সূত ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হন। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত এক সূত জাতি আছে, তাহারা রথচালক।

† মূলগ্রন্থে সূতের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে ভট্টের উৎপত্তি লিখিত আছে; কিন্তু অপর সমস্ত গ্রন্থেই বৈশ্যার গর্ভে ভট্টের জন্ম লিখিত থাকায় এখানে উহাই গৃহীত হইল।

ইত্যেবং কুলসংবাদং জাতীনাং ভেদনির্ণয়ম্।
বল্লালচরিতাখ্যঞ্চ তচ্চরিতাংশসংযুতম্।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় জাতিকুলবিনিশ্চয়ে।
সদসজ্‌জ্ঞানলাভার্থং শাস্ত্রার্থেনাবিরোধিতম্ ॥১৬১।১৬২॥
যুগ্মকম্।

বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্ ॥ ১৬৩ ॥
গোপালভট্টনাম্না তদ্রাজস্য শিক্ষকেণ চ।
অস্য রাজ্ঞঃ প্রসাদার্থং সুযত্নেনার্পিতং ময়া।
অন্ধরাজজমানৈর্ব্বসুভির্বাণৈরধিকশাকেষু।
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মাসসম্মিতৈঃ ॥১৬৪।১৬৫॥
যুগ্মকম্।

ইতি শ্রীবল্লালচরিতে গোপালভট্টবিরচিতে
জাতিপরিচয়নামোত্তরখণ্ডং সমাপ্তম

এই বল্লালচরিত নামে গ্রন্থ, লোকদিগের মঙ্গলের জন্য, এবং জাতি ও বংশ নিশ্চয়করণ বিষয়ে ভাল মন্দ জ্ঞান লাভের জন্য রচিত, ইহা শাস্ত্রের সহিত অবিসংবাদী, এবং বল্লাল রাজার চরিতের কিয়দংশসমেত,[১৬১] আর কুলপরিচয় ও বিভিন্ন জাতিসমূহের নিশ্চায়ক।[১৬২] রাজশ্রেষ্ঠ বল্লাল বৈদ্যবংশের মুকুটস্বরূপ; তাঁহার আজ্ঞায় এই বল্লালচরিত নামে মঙ্গলকারক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।[১৬৩] গোপালভট্ট নামে উক্ত রাজার শিক্ষক আমি,[১৬৪] ১৩০০ শকাব্দে ফাল্গুন মাসের ২৪শ দিবসে, সেই রাজার সন্তোষের জন্য যত্নপূর্ব্বক এই গ্রন্থ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম।[১৬৫]

ইতি গোপালভট্টকর্ত্তৃক বিরচিত বল্লালচরিতের
জাতিপরিচয় নামক উত্তর খণ্ড সমাপ্ত।

পরিশিষ্টম্।

অসম্পূর্ণঞ্চ বল্লালচরিতং যত্তু বর্ণিতম্।
গোপালভট্টেন রাজদণ্ডাশঙ্কিতচেতসা।
সেনবংশধরো রাজা বল্লালো নাম বিশ্রুতঃ।
সঙ্ক্ষেপেণ তদিদানীং চরিতং রচিতং ময়া ॥১।২॥ যুগ্মকম্।
আমরণং যথা সত্যং সর্ব্বলোকসুবিশ্রুতম্।
অজ্ঞাতপিতৃনামাসৌ নানা বাদস্তথা শৃণু ॥ ৩ ॥
কেচিদ্বদন্তি বল্লালো বিশ্বক্সেনদ্বিজাত্মজঃ।
শুকসেনাত্মজঃ কে বা আদিশূরাত্মজস্তথা।
কে বা বিজয়সেনস্য ব্রহ্মপুত্রনদস্য বা।
নিশ্চিতং জারজঃ সোঽপি দুষ্কর্ম্মা মন্দধীশ্চ বৈ।

গোপালভট্ট রাজদণ্ডভয়ে ভীতচিত্ত হইয়া যে অসম্পূর্ণ বল্লালচরিত বর্ণন করিয়াছেন,[১] এক্ষণে আমি সেই বিখ্যাত সেনবংশীয় বল্লাল রাজার চরিত সংক্ষেপে রচনা করিতেছি।[২] যে সত্য মরণপর্য্যন্ত সকল লোকের সুবিদিত, অর্থাৎ উক্ত রাজার পিতার নাম অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে, শ্রবণ কর।[৩] কেহ বলেন, বল্লাল রাজা বিশ্বক্সেন নামক ব্রাহ্মণের পুত্র; কেহ বা বলেন, শুকসেনের পুত্র; কেহ বলেন, আদিশূরের পুত্র,[৪] কেহ বলেন, বিজয়সেনের পুত্র; কেহ বা বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র। (যাহা হউক) তিনি নিশ্চয় জারজ, দুষ্কর্ম্মান্বিত, মন্দবুদ্ধি,[৫] চণ্ডাল, ডোম

চণ্ডালডমকন্যাদৌ রতোঽসৌ সাধুপীড়কঃ।
পরশ্রীকাতরো দ্রোহী পররাজ্যধনেষু চ ॥ ৪।৫।৬ ॥

বিশেষকম্।

দানসাগরগ্রন্থস্য প্রণেত্রা লিখিতস্তথা।
বিজয়সেনাত্মজশ্চৈব হেমন্তসেনপৌত্রকঃ ॥ ৭ ॥
বিখণ্ডিতং তেন রাজ্যং পঞ্চখণ্ডেন তদ্যথা।
বঙ্গবাগড়িবারেন্দ্ররাঢ়াশ্চ মিথিলা তথা।
রাঢ়ীদ্বিজকায়স্থানাং নিয়ন্ত্রা কুলকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥
তেন সংস্থাপিতস্তত্র রাজধানীত্রয়স্ততঃ।
সুবর্ণগ্রামে গৌড়ে চ নবদ্বীপে বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥
ততশ্চকার বিদ্রোহং মণিপুরপতিং প্রতি।
মানহানো ঽভূবাতস্তাড়িতশ্চ গণৈঃ সহ।
অতস্তু সমরং ঘোরং চকার হি পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

প্রভৃতি (নীচ জাতির) কন্যাতে আসক্ত, সাধু ব্যক্তিদিগের পীড়াদায়ক, পরশ্রী-কাতর এবং পরের রাজ্য ও পরধন অপহারক (ছিলেন)।[৬] দানসাগর নামক গ্রন্থের* রচয়িতা লিখিয়াছেন, তিনি বিজয়সেনের পুত্র এবং হেমন্তসেনের পৌত্র।[৭] রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কুলকার্য্যের নিয়ামক সেই রাজা তাঁহার রাজ্য পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন;—যথা, বঙ্গ, বাগড়ি, বারেন্দ্র, রাঢ় ও মিথিলা।[৮] তদনন্তর তিনি সেই সকল প্রদেশে সুবর্ণগ্রাম, গৌড় এবং (বিশেষতঃ) নবদ্বীপে তিনটী রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।[৯] পরে তিনি মণিপুরের রাজার সহিত বিদ্রোহ করিয়াছিলেন; তাহাতে সদলে তাড়িত হইয়া অপমানিত হইয়াছিলেন; এইজন্য (তাঁহার সহিত) পুনঃ পুনঃ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন।[১০] সেই সকল যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য সেই সেনবংশীয়

* এই গ্রন্থ বল্লালসেনের নিজের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যুদ্ধব্যয়নিমিত্তং তদ্‌ভূপতিঃ সেনবংশজঃ।
বল্লভানন্দ আঢ্যাচ্চ জগ্রাহ বিপুলম্ ঋণম্ ॥ ১১ ॥
পুনঃ পুনঃ ঋণং তস্মাদ্‌যযাচে মন্দধীরসৌ।
তস্য প্রতারণাং জ্ঞাত্বা ন দদৌ স বণিক্ পুনঃ ॥ ১২ ॥
ইদং হি কারণং যস্মাদ্‌বণিগ্‌জাতীঃ প্রতি প্রভুঃ।
ক্রুদ্ধো ভূত্বা স বল্লালশ্চকার জাতিপাতনম্ ॥ ১৩ ॥
ততো যেন প্রকারেণ বল্লালো নিধনং গতঃ।
অগ্নিদাহনযোগেন স্বজনৈঃ সহ তচ্ছৃণু ॥ ১৪ ॥
আসীত্তদ্রাজ্যমধ্যে চ নাথপীতাম্বরাখ্যকঃ।
পূর্ব্বস্মান্নরনাথেন গুরুবৎ সোঽপি পূজিতঃ ॥ ১৫ ॥
ততস্তদ্রাজকন্যায়া বরলক্ষণনিশ্চয়ে।
যোগী পীতাম্বরোঽবাদীৎ বাক্‌সিদ্ধো জ্যোতিষী তথা॥১৬॥
এতয়োর্বরকন্যয়োর্বিবাহমিলনং যদি।

বল্লাল রাজা (সুবর্ণবণিক্-কুলজাত) বল্লভানন্দ আঢ্যের (আড্ডির) নিকট হইতে প্রভূত ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১১] সেই মন্দবুদ্ধি রাজা বল্লভানন্দের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ ঋণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বণিক্ তাঁহার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া আর ঋণ দান করেন নাই।[১২]এই কারণবশতঃই সেই বল্লাল রাজা(সুবর্ণ)বণিক্‌জাতির ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতি তাহাদের জাতিপাত করিয়াছিলেন।[১৩]

তাহার পর বল্লাল যেরূপে অগ্নিদাহ দ্বারা স্বজনবর্গের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শুন।[১৪] তাঁহার রাজ্যের মধ্যে পীতাম্বর নাথ নামে (এক জন) যোগী ছিলেন; রাজা তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই গুরুবৎ পূজা করিতেন।[১৫] অনন্তর (একদা) সত্যবাদী, জ্যোতির্ব্বেত্তা, যোগী পীতাম্বর বল্লালরাজকন্যার বরের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন[১৬]—"যদি এই বরকন্যার বিবাহ দ্বারা

বিবাহবাসরে কন্যা বৈধব্যং যাস্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজো ভূয়োঽপি চাষ্ট ব্রাহ্মণান্।
আদেশমকরোদেতল্লক্ষণজ্ঞানকারণম্ ॥ ১৮ ॥
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদাঃ।
অব্রুবন্ বরকন্যয়োঃ সর্ব্বলক্ষণমুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥
তেষাং যুক্ত্যা তু সংরুধ্য পীতাম্বরং ততো নৃপঃ।
দদৌ তদ্বরকন্যয়োর্ব্বিবাহং ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া ॥ ২০ ॥
কিমাশ্চর্য্যং তদা রাত্রাবুদরাময়হেতুনা।
বৈদ্যেন বর্জ্জিতো ভূত্বা লেভে তু মরণং বরঃ ॥ ২১ ॥
ভীতশ্চ বিস্মিতো রাজা তূর্ণং মুমোচ যোগিনম্।
সন্তোষ্য বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরস্কৃত্য যথোচিতম্ ॥ ২২ ॥
ততঃ পীতাম্বরোঽবাদীৎ কিং মে কার্য্যং ধনাদিনা।

মিলন হয়, তাহা হইলে কন্যা বিবাহ-দিবসেই নিশ্চয় বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইবে।[১৭] মহারাজ ইহা শুনিয়া বরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আট জন ব্রাহ্মণকে আদেশ করিলেন।[১৮] অনন্তর জ্যোতিষ-শাস্ত্র-নিপুণ সেই সকল ব্রাহ্মণ বর ও কন্যার সকল লক্ষণই ভাল বলিলেন।[১৯] পরে রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণের পরামর্শে পীতাম্বরকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া সেই বর ও কন্যার বিবাহ দিলেন।[২০] কি আশ্চর্য্য! সেই রাত্রিতেই বর উদরাময় (ওলাউঠা) রোগে বৈদ্য-বর্জ্জিত হইয়া (বৈদ্যেরা অসাধ্য রোগ বলিয়া ত্যাগ করাতে) মরণ প্রাপ্ত হইলেন।[২১] (তাহাতে) রাজা ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই যোগীকে নানাবিধ স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট ও যথোচিত পুরস্কার করিয়া শীঘ্রই কারামুক্ত করিলেন।[২২] অনন্তর পীতাম্বর বলিলেন, আমার ধন রত্নে কি প্রয়োজন? কেবল শঙ্করের সেবার জন্য আমাকে কিছু

মহ্যং শঙ্করসেবার্থং দেহি ভূমিন্তু কিঞ্চন ॥ ২৩ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা স বল্লালঃ প্রহৃষ্টো যোগিনে তদা।
প্রচুরাং ভূমিসম্পত্তিং দদৌ তদ্দেবনামিতাম্ ॥ ২৪ ॥
এবম্ভূতে গতে কালে বিরোধো যোগিভিঃ সহ।
যদাজায়ত তদ্রাজ্যে বিস্তরাৎ পূর্ব্বসূচিতঃ।
পীতাম্বরো মানহীনঃ অতো যোগিগণৈঃ সহ।
অপমানাগ্নিদগ্ধোঽসৌ দদৌ শাপং তদা নৃপে ॥ ২৫।২৬॥
যুগ্মকম্।
যথাপমানদগ্ধোঽস্মি দণ্ডিতশ্চ গণৈঃ সহ।
ভবিষ্যতি তথা দগ্ধঃ স্বগণৈর্জ্বলদগ্নিনা ॥ ২৭ ॥
দণ্ডিতা যোগিনঃ সর্ব্বে রাজ্যত্যাগেন নিষ্কৃতাঃ।
কেচিত্তিষ্ঠন্তি কৃচ্ছ্রেণ শূদ্রবৎ বর্ণিতং পুরা ॥ ২৮ ॥
অথ বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ।

ভূমি দান করুন।[২৩] সেই বল্লাল রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যোগীকে তখনই তাঁহার দেবতার (শঙ্করের) নামে অনেক ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিলেন।[২৪]

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, যখন বল্লালের রাজ্যে যোগীদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল, (যাহা পূর্ব্বে ২৪ পৃষ্ঠে) বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে,[২৫] তখন পীতাম্বর ঐ কারণে যোগীদিগের সহিত মানহীন হওয়াতে অপমানানলে দগ্ধ হইয়া রাজাকে শাপ দিলেন[২৬]—যেরূপ আমি স্বগণ সহিত অপমানানলে দগ্ধ ও দণ্ডিত হইলাম, সেইরূপ রাজাও স্বগণের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।[২৭] (যাহা হউক), যোগীরা সকলে দণ্ডিত হইয়া রাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক নিস্তার পাইলেন; (কিন্তু) কেহ কেহ অতিকষ্টে শূদ্রের ন্যায় (রাজ্যে) রহিলেন, ইহা পূর্ব্বেই (২৮ পৃষ্ঠে) বর্ণিত হইয়াছে।[২৮]

অনন্তর (যোগীদিগের সহিত বিরোধের পর) এক বৎসর অতীত হইলে,

বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপালগ্রামে তথা।
বায়াহুম্ নাম ম্লেচ্ছোঽসৌ যুদ্ধার্থং সুসমাগতঃ ॥ ২৯ ॥
যযৌ যুদ্ধে চ বল্লালঃ বিপক্ষসম্মুখং তথা।
প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্ত্বালিঙ্গনচুম্বনম্ ॥ ৩০ ॥
স্ত্রিয়োঽব্রুবংস্তু রাজানং বাষ্পাকুলিতলোচনৈঃ।
যদি স্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা ॥ ৩১ ॥
ততোঽবদদসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্য তাঃ পুনঃ।
দুরাত্মযবনাদ্ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতুঞ্চ বৈ।
শ্রেয়ো মৃত্যুশ্চ যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতম্ ॥ ৩২ ॥
কপোতযুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকম্।
পূর্ব্বপ্রস্তুতচিতায়াং দৃষ্ট্বৈব মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা স চ বঙ্গেশো জগাম সমরং যথা।

দারুণ দৈববশে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক গ্রামে বায়াহুম্ নামে এক ম্লেচ্ছ (বল্লালের সহিত) যুদ্ধ করিতে আসিলেন।[২৯] বল্লাল, মাতাকে প্রণাম এবং স্ত্রীদিগকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া শত্রুর অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।[৩০] তাঁহার স্ত্রীগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে কহিলেন, "নাথ! যদি যুদ্ধে কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদের গতি কি হইবে?"[৩১] অনন্তর সেই রাজা তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "দুরাত্মা যবনের হস্ত হইতে ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য চিতাতে দগ্ধ হইয়া মরাই তোমাদিগের পক্ষে নিশ্চয় শ্রেয়ঃ।[৩২] তোমরা পূর্ব্ব হইতেই চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে; যদি আমার কোন অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে এক যোড়া পায়রা দূত হইয়া তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে; তাহা দেখিলেই তোমরা (চিতায় পড়িয়া) নিশ্চয় মরিবে"।[৩৩] এই বলিয়া সেই বঙ্গেশ্বর যুদ্ধে যাত্রা করিলেন; এবং তথায় সেই ম্লেচ্ছদিগের সহিত

বভূব বিজয়ী ম্লেচ্ছৈঃ সংগ্রামে তত্র তৈঃ সহ ॥ ৩৪ ॥
স্বসৈন্যৈঃ স্বজনৈস্তত্র বিজয়োন্মত্তভূপতিঃ।
অনবধানযোগেন কপোতৌ স্বগৃহং গতৌ ॥ ৩৫ ॥
বিহঙ্গমিথুনং দৃষ্ট্বা কৃতান্তদূতসন্নিভম্।
রাজান্তঃপুরচারিণ্যশ্চক্রুঃ প্রাণবিমোচনম্ ॥ ৩৬ ॥
রণক্ষেত্রাত্ততো রাজা আগত্য নিজমন্দিরম্।
দদর্শ ক্ষণমাত্রেণ সর্ব্বনাশং সুদুঃসহম্ ॥ ৩৭ ॥
দৃষ্টিমাত্রেণ স ক্ষিপ্তস্তূর্ণং ক্ষিপ্ত্বা তু পাবকে।
আত্মানং, সর্ব্বসন্তাপং মুমোচ স্ত্রীগণৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥
পরিশিষ্টমিদং পূর্ণং বল্লালচরিতস্য চ।
গোপালভট্টবংশধৃগানন্দভট্টবর্ণিতম্ ॥ ৩৯ ॥
সেনভূপালবংশস্য নিধনে নিরুপদ্রবে।
সুগুপ্তং পরিশিষ্টে তচ্চরিতং রচিতং ময়া ॥ ৪০ ॥

যুদ্ধে জয়ী হইলেন।[৩৪] সেখানে রাজা নিজ সৈন্য এবং অনুচরবর্গের সহিত জয়োন্মত্ত হইয়া রহিলেন; (এদিকে) তাঁহার পায়রা দুইটী অনবধানবশতঃ তাঁহার গৃহে ফিরিয়া গেল।[৩৫] যমদূতের ন্যায় সেই পক্ষিযুগল দেখিয়া রাজার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ (চিতানলে) প্রাণত্যাগ করিল।[৩৬] অনন্তর রাজা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ক্ষণকালের মধ্যেই অতীব অসহ্য সর্ব্বনাশ (হইয়াছে) দেখিলেন।[৩৭] উহা দেখিয়াই তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া, শীঘ্রই আপনাকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, স্ত্রীদিগের সহিত সকল সন্তাপ মোচন করিলেন।[৩৮]

গোপালভট্টের বংশজাত আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক রচিত বল্লালচরিতের এই পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ হইল।[৩৯] এই সেন-রাজবংশ ধ্বংস হওয়ায় কোন উৎপাত না থাকাতে এই পরিশিষ্টে আমি সেই বল্লাল রাজার অতিগোপনীয় চরিত বর্ণন

মানৈরঙ্করাজপুত্রৈর্দর্শনৈশ্চ নবাধিকৈঃ।
শাকেষু দর্শনৈর্মাসে তারাভির্দ্দর্শিতে দিনে।
নবদ্বীপপতেরাজ্ঞাং ময়া বিধৃত্য মূর্দ্ধনি।
অস্য চিত্তপ্রসাদার্থং তৎপাণিকমলার্পিতম্ ॥ ৪১।৪২ ॥

যুগ্মকম্।

ইতি শ্রীবল্লালচরিতে আনন্দভট্টবিরচিতং পরিশিষ্টং সমাপ্তম্।

সমাপ্তঞ্চেদং বল্লালচরিতম্।

করিলাম।[৪০] ১৫০০ শকাব্দে আশ্বিন মাসের ২৭শ দিবসে,[৪১] নবদ্বীপের রাজার (কাশীনাথের) * আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার চিত্ততোষণের জন্য এই গ্রন্থ তাঁহার করপদ্মে সমর্পণ করিলাম।[৪২]

ইতি শ্রীআনন্দভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত বল্লালচরিতের পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

বল্লালচরিত সমাপ্ত।

---

* এই শকাব্দের সহিত মিল করিয়া ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত হইতে এই নামটী সংগৃহীত হইল; বস্তুতঃ কাশীনাথের রাজধানী নবদ্বীপে ছিল না, বিক্রমপুরের সন্নিহিত কাঁকদি গ্রামে ছিল। তিনি তথা হইতে বাগোয়ানে আসেন। তাঁহার পৌত্র ভবানন্দ মজুন্দার প্রথম নবদ্বীপের জমীদার হন, এবং ভবানন্দের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজা রামকৃষ্ণ প্রথম 'নবদ্বীপাধিপতি' উপাধি ধারণ করেন।

সংশোধনী।

পৃষ্ঠ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵০	৮	প্রকাশক	স্বত্বাধিকারী
৶০	২৩	শ্রীযুক্ত বাবু	৺
৷০	১৬।২২	প্রকাশকের	স্বত্বাধিকারীর
৭	১৭	পুত্রদিগের	কন্যাদিগের
২০	২১	ধর	রাজপুত
২০	২৪	(রাজপুত)	
২৪	১৭	যোগীদিগের রাজা	যোগিরাজ
২৮	১৯	তাহাদিগের	আপনাদিগের
৩০	১৮	ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতি	প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া

নাম-সূচী।

*** ক্ষকারাদি শব্দগুলি ককারাদির শেষে, এবং যকারাদি সমস্ত শব্দই ফকারাদির পরে, দ্রষ্টব্য। পণাঙ্কগুলি ভূমিকার পত্রাঙ্কবোধক।

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

খ

গ

ন

প